গোধূলি বেলা

সম্পাদনায়-
মোঃ রাকিব হাওলাদার

আস্থা রাখুন, পাশে থাকুন
ইচ্ছাশক্তি
প্রকাশনী

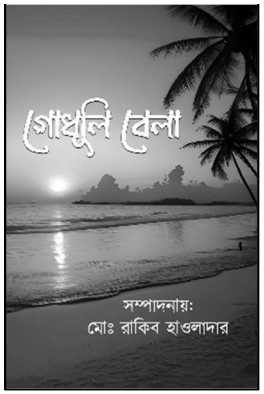

গোধূলি বেলা

সম্পাদনায়- মোঃ রাকিব হাওলাদার

প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ২০২৪ইং

© সম্পাদক ও কবি

প্রচ্ছদ মোঃ নাছিম প্রাং
প্রকাশক মোঃ নাছিম প্রাং
ইচ্ছাশক্তি প্রকাশনী
Mobile: 01755-274614, 01516-379064
E-mail: ichchashakti22@gmail.com
কম্পোজ এন.এস কম্পিউটার্স

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

অনলাইন পরিবেশক Rokomari.com
মূল্য ২৫০ টাকা মাত্র
Published by ichchashakti Prokashoni
34 Banglabazar, Dhaka-1100
Price: BD Tk. 250
ISBN: 978-984-36-0272-5

উ ৎ স র্গ

**নশ্বর এ ভুবনে মানুষ অনেককেই ভালোবাসে,
তবে এর মাঝে কেউ একজন থাকে যাকে কখনো হারাতে
চায় না। হয়'তো প্রত্যেক কবির এ রকম
একজন মানুষ আছে ! এই বইটি তাদের জন্য
উৎসর্গ করলাম।**

সূ চি প ত্র

কবিদের নাম	পৃষ্ঠা
মোঃ রাকিব হাওলাদার	৫ – ৬
এস.এম.জাহিদুল ইসলাম	৬ – ৯
মাহদী হাসান মুয়াজ	১০ – ১৩
ইশরাখ ইমু	১৪ – ১৫
মোঃ নুহাশ আহমেদ	১৬ – ১৯
মেহেরুন্নেছা স্মৃতি	২০ – ২৩
ক্ষণিকের মায়া	২৪ – ২৫
আহমেদ জোহা	২৬ – ৩০
শাহানাজ আক্তার	৩১
মোঃ শামিম মাহমুদ	৩২
সৈকত মালাকার	৩৩ – ৩৪
কাব্য আহমেদ হৃদয়	৩৫ – ৪৪
মোঃ আক্তারুজ্জামান আক্তার	৪৫
মাহবুব আলম বুলবুল	৪৬ – ৫৪
মোঃ আজহারুল ইসলাম অপুর্ব	৫৫ – ৬০
অপু চক্রবর্তী	৬১ – ৬২
দেউরী শ্রী সুশীল দে	৬৩ – ৭১
আব্দুর রহিম	৭২ – ৮০

কবি পরিচিতি

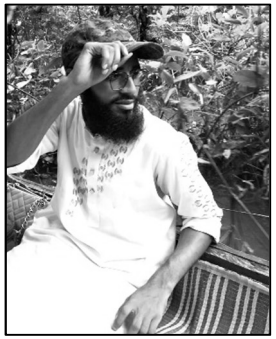

কবি মোঃ রাকিব হাওলাদার, ২০০৪ সালের ২০ই জানুয়ারি বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ থানার খারইখালি গ্রামে এক মুসলিম পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মোঃ তরিকুল ইসলাম, মাতার নাম নিলুফা বেগম। বর্তমানে তিনি শরহে বেকায়া জামাতে অধ্যায়নরত আছেন, মাদরাসতুর রহমান আল আরাবিয়াতে, (উত্তরা, ঢাকা) । তিনি ছোটবেলা থেকেই ছিলেন সাহিত্য অনুরাগী।

প্রস্ফুটিত যুবক
মোঃ রাকিব হাওলাদার

হাজারো অজানা অজ্ঞতার মাঝে
লুকিয়ে আছো তুমি, হে প্রস্ফুটিত যুবক।
অজানা ফুলের নয়নাভিরাম একটি হৃদয়,
যা দিয়ে তুমি অনুভব করবে
তোমার ফিলিস্তিনি ভাই, বোন
মা আর পিতার ব্যথাতুর করুণ ইতিহাস।

হাজারো বানোয়াট ভুল ইতিহাস এর মাঝে
ডুবে আছো তুমি। হে জ্ঞানলীন যুবক !
তোমার মাঝে আছে, বিধাতার দেয়া শ্রেষ্ঠ উপহার
জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রজ্ঞা আর বোধশক্তি
যা দিয়ে তুমি দূর করবে আছে যতো
ইসরাইলি বানোয়াট রেওয়াআত,
তুলে ধরবে জাতির সামনে তাথ্যিক ইতিহাস।

হাজারো যোদ্ধার মাঝে কাপুরুষতার ছায়ায়
লুকিয়ে আছো তুমি, হে বিন কাসেমী যুবক!
তোমার মাঝে আছে খালেদি খুন,
আইয়্যুবি হুংকার আর যিয়াদী প্রতিজ্ঞা
যা দিয়ে তুমি বিজয় করবে, তোমার ফিলিস্তিন

মা, বোন, ভাই আর পিতার অধিবাস
রচনা করবে এক নতুন ইতিহাস।

কবি পরিচিতি

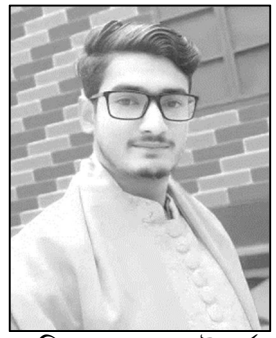

এস.এম.জাহিদুল ইসলাম টাঙ্গাইল জেলায় নাগরপুর উপজেলার, ভাদ্রা ইউনিয়ন এর চাষাভাদ্রা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯৯৮ সালের ০৯ই আগষ্ট জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মোঃ ময়নাল হক এবং মাতা জুলেখা বেগম এর তিনি কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি ২০১৫ সালে এসএসসি, ২০১৭ সালে এইচএসসি, ২০২০ সালে বিএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এখন সরকারি দেবেন্দ্র কলেজ মানিকগঞ্জ এ মাস্টার্সে পড়াশোনা করছেন। ২০১৫ সাল থেকে তিনি সাহিত্যে লেখালেখি শুরু করেন। তার লেখা যৌথ কাব্যগ্রন্থ- আকাশ ভালোবাসি, চব্বিশের গণবিস্ফোরণ।

বাবার আদর
এস.এম.জাহিদুল ইসলাম

বাবা ছিলেন আমার চোখে প্রথম ভালোবাসা,
আমাকে নিয়ে তার ছিল অনেক বড় আশা।
ছোট্ট সময় চলতে শেখা বাবার হাতটি ধরে,
বুকের মাঝে আগলে রাখতো যদি যাই পড়ে।
বাবার পিঠে খেলতাম আমি টাট্টুঘোড়া হয়ে,
হাসি-খুশি, মজায় সময় যেত বয়ে।
সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরলে শাসন করত বাবা,
আর বলতো লেখাপড়া শেষ করে তারপর ভাত খাবা।
বাবা আমাকে আদর করে ডাকতো সোনা মানিক বলে,
বারোটি বছর আগে গেলে আমায় ছেড়ে চলে।
মাঝে মাঝে স্বপ্নে দেখি বাবা আমার কাছে,
তাঁর শোকে বুকটা কেঁদে চোখের জলে ভাসে।
ছোট্ট বেলায় বাবা হারিয়ে এতিম হলাম আমি,
বাবার আদর ধূলোয় মিশে জীবন শূন্য ভূমি।

মা জননী

এস.এম.জাহিদুল ইসলাম

মা জননী, মা জননী,
তোমার কাছে আমি যে ঋণী।
দশ মাস, দশ দিন গর্ভে ধরে,
এই দুনিয়ায় আলো দেখিয়েছো মোরে।
মা জননী, মা জননী
তোমার কাছে আমি যে বড়ই ঋণী।
বুকের দুধ পান করিয়ে,
বড় করে তুলেছো মোরে।

বড় হয়ে এখন আমি,
বড় ব্যাংকে চাকরি করি।
বেতন পাই অনেক টাকা,
বাড়ি - গাড়ি করছি ঢাকা।
বড়লোকের মেয়ে পেয়ে,
নিজের মাকে গেছি ভুলে।
মা আমাকে ভুলতে পারে না যে !
বুকে তার হাহাকার করে।

দশ মাস, দশ দিন গর্ভে ধরে,
রাত দিন মা কেঁদে মরে।
এই হলাম নিষ্ঠুর সন্তান আমি,
মায়ের ভালোবাসা পেলাম না বুঝি।
মা জননী, মা জননী,
আমায় মাফ করে দিয়ো তুমি।
পরকালে আবার যেন হয় তোমার সাথে দেখা,
মা হারিয়ে আজ থেকে আমি যে বড়ই একা।

কবর স্থান

এস.এম.জাহিদুল ইসলাম

ঐ দেখা যায় কবর স্থান,
ঐটাই আসল বাড়ি।
ঐ খানেতে বাস করবো,
এই বাড়ি ছাড়ি।

ঐ বাড়িতে থাকে,
আমার দাদা আর দাদি।
জন্মের আগেই চলে গেছে,
নানা আর নানি।

একদিন আমিও যাবো চলে,
থাকবে স্মৃতি পড়ে।
যেমন করে চলে গেছে,
পূর্ব পুরুষ মরে।

বাড়ি-গাড়ি, টাকা-পয়সা
সব যাবে রেখে।
সয়সম্পত্তি খাবে লোকে,
আর দেহ খাবে পোকে।

কিসের এতো অহংকার,
করি দুনিয়ার বুকে।
মৃত্যুর সময় কালেমা,
নসিব করাইও মুখে।

অভাগা কপাল

এস.এম.জাহিদুল ইসলাম

জন্মের আগেই কপাল আমার পোড়া,
পাইনি নানা-নানির দেখা !
বঞ্চিত হয়েছি নানা বাড়ির আদর থেকে,
এটাই ছিল আমার ভাগ্যের রেখা।

আমি যখন ছোট্ট বুঝিনা কিছু,
দাদা আমায় ছেড়ে চলে গেল দূরে।
একটু বড় হলাম, বুঝতে কেবল শিখলাম,
বাবা আমাকে রেখে সে গেল মরে !

ক্লাস নাইনে পড়ি, বাবা হারানোর
দুঃখ কষ্ট কার কাছে বলি।
মাথার উপর থেকে বটগাছ গেল সরে,
এখন আমি কার সাথে চলি।

একটি বছর যেতে না যেতেই,
দাদির মুখখানি না দেখতে পাই।
এক পলক আড়াল হলে,
ডাকতে দাদু ভাই।

চাচা ছিলো আমার আর একটা বটগাছ,
বাবার পরে পেতাম তার আদর।
কিছু দিন পরে সেও পরপারে,
এতিমদের কেউ করেনা কদর।

অভাগা কপাল আমার জন্ম থেকে জ্বলছি,
এত ব্যথার আগুনে নিরবে পুড়ছি।

কবি পরিচিতি

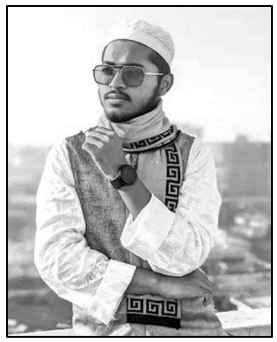

মাহদী হাসান মুয়াজ ২০০৪ সালের ২২ই জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা- মোঃ মাহফুজুল হক বাসস্থানঃ দক্ষিণ বনশ্রী – ঢাকা। লেখালেখিতে তিনি অনিয়মিত হলেও তার লেখা অনুগল্প ও কবিতা গুলো খুবই চমকপ্রদ ও ব্যতিক্রমধর্মী। বিভিন্ন ডিজিটাল মাধ্যমে তিনি শখের বশে ছোটগল্প ও কবিতা লিখে থাকেন। পেশায় তিনি একজন শিক্ষার্থী। তাঁর লেখা অপর একটি যৌথ কাব্যগ্রন্থের নাম হলো "আকাশ ভালোবাসি"।

দেশ প্রেম

মাহদী হাসান মুয়াজ

ভুলো না কেউ দেশের কথা
জন্ম তোমার যেথায়;
আগলে রেখো যতন করে
মনটা তোমার সেথায়।

জন্ম আমার বাংলাদেশে
অনন্য এই দেশ !
সবুজ শ্যামল সব খানেতেই
আনন্দ লাগে বেশ।

জন্ম নিয়ে অপর দেশের
যে মাটিতেই থাকো,
প্রিয় তোমার দেশের কথা
মনের মাঝে গাঁথো।

ভোরের পাখি
মাহদী হাসান মুয়াজ

ভোর সকালে কিচির মিচির
পাখিরা সব ডাকে,
খাবার খোঁজে যায় বেরিয়ে
উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে।

বন-বনালি মাঠ পেরিয়ে
যায় উড়ে তারা খুব দূরে,
মনের সুখে গান গেয়ে যায়
মিষ্টি মধুর সুর ধরে।

সতেজ মনে থাকতে তারা
ভালোবাসে খুব,
প্রভুর প্রেমে বিভোর হয়ে
দেয় যে তাতে ডুব।

ভোরের পাখি বলেই তারা
খুব প্রভাতে জাগে,
কজন'ই বা জাগতে পারে
সেই পাখিদের আগে !

আল্লাহর নামে জিকির করে
দিনটি কেটে যায়,
তার জিকিরেই সুখ অনাবিল
শান্তি খুঁজে পায়।

স্বদেশ
মাহদী হাসান মুয়াজ

সবুজ ফাঁকে গাছের ডালে
পাখির কলতান,
নদী চলে কলকল
মাঝি গায় গান।

ঝিরঝিরে বাতাসেতে
ভরে যায় প্রাণ,
এই দেশ প্রিয় দেশ
রাব্বুল আলামিনের দান।

গোধূলির সন্ধ্যা
মাহদী হাসান মুয়াজ

দিনের আলো নিভল শেষে
স্নিগ্ধ আলো মুসাফির বেশে,
বলছে সে আর একটু পরেই
তলিয়ে যাবে ঘুমের দেশে।

বেলকনিতে সন্ধ্যা প্রেম
গোধূলির হাওয়া করছে ঘ্যান ঘ্যান,
হেডফোনে তে বাজছে সুর
চোখের তারায় ভাসছে নূপুর...

ভাঙ্গা মন
মাহদী হাসান মুয়াজ

তোমার বিরহে ব্যথিত আমার
ছোট্ট জীর্ণ মন
তবুও আমার অন্তরে যেন
তুমিই সারাক্ষণ।

লেখা আছে এই মনে আজও;
শুধু তোমারই নাম,
বাক্সবন্দী হয়ে আছে আজ তোমার দেওয়া
সকল চিঠির খাম।

শব্দগুলো আজও আমায়
এভাবেই বলে হেসে,
এইটাই কি ছিল তবে
সব প্রতিশ্রুতি শেষে।

কবি পরিচিতি

ইশরাখ ইমু। জন্ম ২১ আগস্ট ২০০৪ সালে ফেনী জেলায়। পিতা কবির আহমেদ ও মাতা আমেনা খাতুন এর আদরের ছোট মেয়ে। হাই স্কুল থেকেই ঘটে যাওয়া ঘটনা লিখে রাখার অভ্যাস। কবিতার প্রতি ভালোবাসা থেকেই ভালো-মন্দ স্মৃতি কবিতায় আবদ্ধ করা অভ্যাস তার।

আটাশের গোধূলি বেলা
ইশরাখ ইমু

তুমি আমার ধূসর আকাশে,
আটাশের সেই গোধূলি বেলা।
তুমি! তুমি আসো লালে লালিমা হয়ে
ঝাপসা বিদায়ের সন্ধ্যেবেলা।

গোধূলি বেলায় তাড়না তুমি,
তাড়না বিদায়ে থাকতে থাকতে দিবা।
কৃষ্ণচূড়া হয়ে ফোটো,
যখন গোধূলির লাল আভা।

লাল আভাতে লাজুক তুমি,
ক্ষণিকের সেই মায়া।
যাও হারিয়ে, আবছা হয়ে,
শূন্য করে, বয়ে নিয়ে দমকা হাওয়া।

এক মুহূর্ত সুখ
ইশরাখ ইমু

আমায় খুঁজো না তবে আর,
হারিয়েছি স্তব্ধতায়, গোপনে
মধ্যরাতের বালিশ ভেজা হাহাকার।

থেকো না তবে পথ চেয়ে,
রাখিনি চিহ্ন পথে, গোপনে
রয়েছে নদী অন্ধকারের চোখ বেয়ে।

আমার সব সুখ শেষ যেন তোমাতে,
তাই হাসিমুখে ছেড়েছি হাত, গোপনে
কিছুটা বাধ্যতায়, কিছুটা ভেঙ্গে।

বলো, কি তোমার ক্ষতি?
একদণ্ড অবহেলা, ভেঙ্গেছো বিশ্বাস, গোপনে
দেখো, বদলে দিলে আমার জীবনের গতি।

হাঁটো তবে আমি হীন, নিয়ে সব পূর্ণতা,
আমি নীরবে নিখোঁজ যেন, গোপনে
তোমার সুখ ফুরায় শুধু এই আমি শূন্যতা।

শূন্য হয়ে থেকো সুখভরা পূর্ণ জীবনে,
তোমার ওই আমি কবরে আজ, গোপনে
এই আমি অন্যের সুখ খুব যতনে।

কবি পরিচিতি

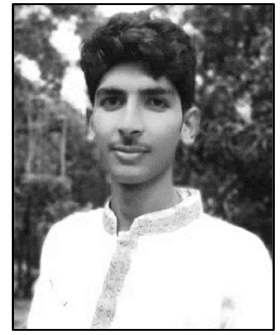

মোঃ নুহাশ আহমেদ, ২০০৪ সালের ১৫ই জানুয়ারি সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া থানার পাটুলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম- মোঃ আব্দুল কাদের এবং মাতার নাম- রেক্সোনা। বর্তমানে টেক্সটাইল ডিপার্টমেন্ট থেকে ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শেষ করে ব্যাচেলার ডিগ্রি এর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সে ২০১৭ সালে শিমুলিয়া এস.এম.পি.কে হাইস্কুলে থাকাকালীন কবিতা লেখা শুরু করেন।

মুক্তি পাব কবে ?
মোঃ নুহাশ আহমেদ

দেশটা মোদের আজ ভালো নেই
মরিতেছে সেই বলিতেছে যেই।
যার হাতে পায় কলম শোভা,
তার হাতে কেন লাঠি ?
আজকে কেন হয়েছো বোবা,
এই কি স্বাধীন মাটি ?
অর্ধশত বছর গেলো জীবন থেকে চলে,
স্বাধীন দেশে স্বাধীনতা কোথাও খুঁজে পেলে ?

একাত্তরের গল্প শোনে দাদুর কাছে নাতি
কেমন করে মুক্তি পেল পরাধীন এক জাতি।
শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড সবাই সেটা জানে,
রাজপথের ঐ গুলির আওয়াজ যায় না কি তার কানে ?
সাঈদ মরে মুগ্ধ মরে কোল খালি হয় মায়ের,
জবাবদিহি করতে হবে দোষ কি ছিল ভায়ের।
রাষ্ট্রনায়ক হইতে হবে ওমর ছিল যেমন,
তালহার থেকে শিক্ষা নিও যুদ্ধ হবে কেমন।
আলির মত শক্তিশালী আর কি কেহ হবে !
অসুস্থ এই সমাজ থেকে মুক্তি পাব কবে ?

পায়না খুঁজে ভাষা
মোঃ নুহাশ আহমেদ

বায়ান্নতে রাষ্ট্র ভাষা বাংলার দাবি,
চব্বিশে কেন IELTS দিয়ে বিদেশ যাবি ?
উত্তরটা তো খুবই সোজা,
তবুও সাধ্য নাই সবার বোঝা।
এখন দেশের যে দৈন্য দশা,
দু'দিন পর না খেয়ে মরবে চাষা।
এই তো দু'মাস আগের কথা,
হৃদয়ে আমার লাগতো ব্যথা,
মাতৃভূমি ছেড়ে যাবি ?

ভিনদেশে কি আপন পাবি ?
দেশে থেকে লাভটা কি ভাই !
চাকরিটা কি পাবো ?
কোটার অভাব, নাই টাকা নাই,
কেমনে দু'টো খাবো !
দেশের ছাত্র কেবল মাত্র, নয় শুধু মোর ভাই,
হয়েছে তারা একছত্র, ন্যায্য অধিকার চাই।
বোনেরা আমার দোষী কোন দোষে ?
গায়ে হাত দিলে হায়নার বেশে !
ঘরে কি তাদের মা ছিল না, ছিল কি বোনের অভাব ?
না কি পিতার শাসন পায়নি বলে বদলে গেছে স্বভাব ?
দুর্নীতিতে পাইতে পারি মোরা শীর্ষ পুরষ্কার,
তাই কোটা নয় গোটা দেশটাই করতে হবে সংস্কার।
স্বাধীন দেশের স্বাধীন মানুষ মনে হাজার আশা,
জাতিকে নিয়ে বলবো কি ভাই পাইনা খুঁজে ভাষা।

বরিষা
মোঃ নুহাশ আহমেদ

পাখির ডাকে ঘুম ভেঙেছে,
পূব আকাশে মেঘ জমেছে।
আষাঢ় মানেই মেঘের খেলা,
কখনো সাদা কখনো কালা।
ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামে,
মাঝে মধ্যে একটু থামে।

গগন চিরে বজ্র পড়ে,
বৃক্ষ তরু সবই নড়ে।
হংস বের হয় দলে দলে,
খেলবে তারা বিলের জলে।
বর্ষার পানি করে থৈ থৈ,
জেলে ভাই ধরে শিং, আর কৈ।

দাদি নানি বসে,
শিল পাটা ঘসে-
করেছে কত রান্না,
থেমেছে এবার,
ছোট শিশুটার,
আদুরে চোখের কান্না।

নদীতে জোয়ার বেড়েছে আবার,
উপকূলে ঘুম উড়েছে সবার-
একই আকাশের পানে চাহিয়া
কেউ হাসে কেউ ভিজিয়া হিয়া
বৃথা চেষ্টায় অশ্রু ঝরায়,
তাই বলে কি সব ভোলা যায় !

অজানা দিগন্তে ছুটেছি একা,
বৃষ্টির মাঝে হাতে নিয়ে ছাতা।
বৃষ্টি শেষে গগন মাঝে
সাত রঙে রংধনু সাজে।
মৃদু আলো নিয়ে সূর্যের হাসি,
তাইতো বৃষ্টি খুব ভালোবাসি।

ভালোবাসি

মোঃ নুহাশ আহমেদ

তুমি হাসলে খিলখিলিয়ে মনটা আমার হাসে,
কাঁদলে তুমি দুঃখে হৃদয় অথৈ সাগরে ভাসে।
জানি একদিন হবে বিচ্ছেদ-
সেদিন থাকবে না কোন ভেদাভেদ।

হতে পারে সেটা তিক্ত বড়ই কঠিন এক সত্য,
জন্ম নিলে সু-নিশ্চিত যে আসবেই কাছে মৃত্যু।
আপন মানুষ থাকবে না কেউ, চলবে না কেউ সাথে,
ইহলোকের অর্থ-কড়ি থাকবে নাকো হাতে।

এই পাপের শহরে সবাই পাপী,
কেউ ত্যাগে হয় অনুতাপী।
নারীর মুখের চাহনি যখন পুরুষের চোখের কান্না,
হৃদয় তখন তোলপাড় করে প্রবল বেগের বন্যা।

দোষ না হয় আমারই ছিল করেছি কতই ভুল,
শাস্তি তো হয়নি কিছুই যদিও দাও শুল।
অধম এই নাদানকে করো তুমি ক্ষমা,
বলতে কভু পারিনি ভালোবাসিগো মা।

কবি পরিচিতি

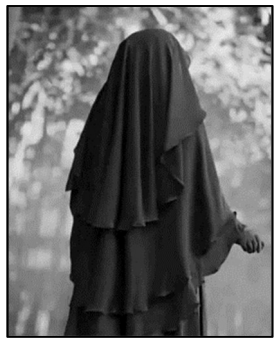

কবি মেহেরুন্নেছা স্মৃতি, ২০০৬, সালের ২৯শে জানুয়ারি ময়মনসিংহ বিভাগের শেরপুর জেলার চকসাহাব্দী গ্রামে এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকার দক্ষিণখান আদর্শ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ২০২১ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং ২০২৩ সালে সরদার সুরুজ্জামান মহিলা কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। তিনি ছোটবেলা থেকেই সাহিত্য অনুরাগী ছিলেন।

অপূর্ণতা

মেহেরুন্নেছা স্মৃতি

কিছু কিছু কথা বলা হয়ে গেলেও
হয়নি কখনো বলা।
কিছু কিছু কথা শুনতে চেয়েও
হয়নি কভু শোনা।
কিছু স্মৃতি ভুলতে চেয়েও
হৃদয় থেকে যায়নি তাদের মোছা।
কিছু চিঠি লিখা হলেও
হয়নি আজো প্রেরণ করা।
ঠিক তেমনি,
তোমার কাছে থেকেও
হয়নি কখনো কাছে আসা।
তোমায় ভালোবেসেও
হয়নি সম্মুখে দাঁড়িয়ে
"ভালোবাসি" বলা।।

আকাশ
মেহেরুন্নেছা স্মৃতি

আচ্ছা, এখনো কী তোমার আকাশ দেখতে ভালো লাগে ?
ঠিক আগের মতো.... আকাশকে ভালোবাসো ?
বলেছিলে, আমি তোমার দ্বিতীয় ভালোবাসা;
আর প্রথমটা হলো আকাশ।
তবে এখনো কী আগের মতো আকাশকে ভালোবাসো ?
আগে যেমন আকাশের মাঝে হারিয়ে যেতে,
আবেগ-অনুভূতির সাগরে ভেসে যেতে
আকাশ পানে অক্ষি জোড়া মেলে রেখে
এখনো কী তাই ?
এখনো কী রাত জাগো ?
রাতের আকাশে তারাদের পানে চেয়ে আমায় নিয়ে ভাবো ?
অজস্র তারার মেলায় উজ্জ্বল কিছু তারাদের সাহায্যে
আমার ছোট্ট নামটি লেখো ?
আকাশের ঝলমলে পূর্ণিমার চাঁদে
তোমার প্রিয়ার মুখশ্রী প্রত্যক্ষ করো ?
অথবা কৃষ্ণ-কালো আকাশে নিশিরাতে
অমানিশার চাঁদের মতো আমায় খোঁজো,
যখন তোমার আমার মাঝে অনেকটা দূরত্ব ?
আমায় তুমি খোঁজো কী না খোঁজো
জানি না !
তবে আমি খুঁজি তোমায়-
আকাশের হাজারো তারায় তারায়
যেথায় স্বপ্নপরীরা সুশ্রী স্বপ্ন ঝরায়
যেথায় নেই কোনো অমানিশার কালো
যেথায় রাতের কালোকে হার মানায় চাঁদের আলো
যেথায় পূর্ণিমার চাঁদ চোখের পাতায় জ্বেলে যায় আলোর রোশনি,
মুছে দেয় জীবনের দুঃখময় গ্লানি।

তুমি চাইলে সব হয়
মেহেরুন্নেছা স্মৃতি

তুমি চাইলে সব হইতো
একটা প্রেম হইতো,
একটা মিষ্টি সম্পর্ক, একটা ছোট্ট সংসার হইতো।
অথচ আমি চাইলে কিছুই হয় না
এই যে আমি তোমারে এতো কইরা চাইলাম
এতো প্রার্থনা, এতো আকুতি, এতো আর্তনাদ করলাম
কই তোমারে তো পাইলাম না।
তোমারে পাওনের লাইগা
কত-শত পাগলামি করলাম
তবু তোমারে পাইলাম না।
তোমারে একনজর দেখনের লাইগা
দিন-রাইত অপেক্ষা করতাম,
তোমার কণ্ঠস্বর শুনার লাইগা
মধ্যরাতে কল করতাম।
তোমার ভালোবাসা পাওনের লাইগা
অকারণ মন খারাপ করতাম।
তবু তোমারে পাইলাম না,
তোমার ভালোবাসা পাইলাম না।
তোমার মনে ঠাঁই পাওনের লাইগা
কতকিছুই না করলাম;
কই তোমারে তো পাইলাম না।
তুমি শুধু একটাবার আমারে চাও
আমি সবকিছু ছাইড়া-ছুইড়া ছুইট্টা চইলা যাইমু তোমার কাছে।
কারণ তুমি চাইলেই সব হয়
আমি চাইলে কিছুই হয় না।
তুমি শুধু একটাবার আমারে চাও একটাবার।

ডায়েরির পাতা
মেহেরুন্নেছা স্মৃতি

এই ডায়েরির পাতায় লেখা
কিছু কিছু কথা
শুধুমাত্র তোমার জন্য।

অপেক্ষা করেছি বহু লগ্ন
তোমার ভালোবাসা পাওয়ার জন্য।
ভালোবাসা, তোমায় আমার পাশে চাই
সারাজীবনের জন্য।

তবে তুমি তো করো আমায়
পাষাণ বলে গণ্য
শুধুমাত্র কিছু ভুলের জন্য।

তুমি যেখানেই থাকো,
যা-ই বলো,
যতটাই দূরত্ব তৈরি করো না কেন,
তোমায় ভালোবেসে যাবো আমি
মরণ পর্যন্ত।

কবি পরিচিতি

ক্ষণিকের মায়া (ছদ্মনাম) ২০০৯ সালের ১লা জানুয়ারি রংপুর জেলার পীরগঞ্জ থানার সোনারপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম মোছাঃ মুমতাহিনা। তিনি পিতা আব্দুল মোত্তালিব ও মাতা মমতাজ বেগমের তিন সন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াবস্থায় খেলাচ্ছলে বন্ধুদের সাথে প্রথম সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। বর্তমানে তিনি রংপুর সরকারি বেগম রোকেয়া কলেজে অধ্যয়নরত আছেন।

চুয়ান্ন বছর
ক্ষণিকের মায়া

ছাদের কার্ণিশ ঘেঁষে বিধ্বস্ত ছায়া দাঁড়িয়ে,
চোখ জুড়ে লেপ্টে আছে কাজলের কালিমা।
পিঠে ছড়িয়ে পড়েছে গুচ্ছ গুচ্ছ কুন্তল,
এ যেন দূর মহাকাশ হতে আসা ছায়ামানবী।

দীর্ঘ চুয়ান্ন বছর ধরে দাঁড়িয়ে আছে সে,
একাত্তরে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠলো।
হারিয়ে গেলো কত প্রিয় মানুষের সুর।
যোদ্ধারা ফিরলো, পেরিয়ে গেলো শত অপরাহ্ন।

তবুও মলিন চিরকুট বুকে জড়িয়ে বেঁচে আছে,
তার একটা লাইন "স্বাধীন দেশে ফিরে আসবো" !
তারপর চুয়ান্নটা বছর কেটে গেল অপেক্ষায়।
স্বাধীন দেশে তাকে তো আসতেই হবে।

চুয়ান্ন বছর আগের গোলাপ শুকিয়ে গেছে,
তবুও তার সৌরভ বাঁচিয়ে রেখেছে মেয়েটি।
হানাদার নরপশু মুছতে পারেনি সৌরভ,
বুকে জ্বালিয়ে রেখেছে ঘৃণার আঙ্গার।

বীরযোদ্ধা ফিরবে লাল-সবুজ নিশানা উড়িয়ে,
অপেক্ষারত যুদ্ধ বিধ্বস্ত প্রিয়তমার কাছে।
রক্তযোদ্ধা কখনো ভুলবে না প্রতিশ্রুতি,
স্বাধীন দেশে সে আসবেই, আসতে হবেই।

একটা শরৎ আমাদেরও হোক
ক্ষণিকের মায়া

একটা শরৎ আমারও আপন হোক,
শরতের শুভ্রতা আমাকেও ছুয়ে দিক।
এক পলের তরে হলেও মুছে দিক গ্লানি,
উড়ে যাক আত্মার সকল জরা।

ঘড়ির দম ফুরিয়ে যাক এবার
ঘুম ভাঙুক মুখরিত পাখির কলকাকলিতে।
সাইরেনের কোলাহল সরে গিয়ে,
একটু স্বস্তি ফিরে আসুক শহরে।

বৃষ্টি উন্মুখ কালো মেঘ শান্ত হোক,
আসমানে দেখা দিক সাদা মেঘের ভেলা।
হারিয়ে যাক বর্ষার প্রিয় কদম,
কাশ ফুলে ফুলে ধরণী হোক সাদা।

নদীর তটে জেগে ওঠা চরে
ঝরে পড়ুক পৃথিবীর যত অভিমান,
এবার শরতে ফিরুক সকলে ঘরে,
হৃদয় করুক শুভ্রতা দান।

একটা শরৎ আমাদেরও হোক,
পুরনো জীবনের গ্লানি ভুলিয়ে দিক।
তোমার কোমল হৃদয়ের ছোঁয়ায়,
গল্পগুলো হেঁটে যাক কাশবন ঘেঁষে।

কবি পরিচিতি

আহমেদ জোহা ১৫ই জুলাই ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দে বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি থানার ফুলবাড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা - মাতার ৬ষ্ঠ সন্তানের মধ্যে ৫ম সন্তান হিসেবে পৈতৃক নিবাসে তার বেড়ে ওঠা। গ্রামের ফুল, পাখি, মেঠোপথ, সবুজ সমারোহে প্রকৃতির সাথে একাত্মতায় বেড়ে ওঠা এবং ছোটবেলা থেকেই কবিতা, ছড়া, গল্প লেখার প্রতি প্রবল আগ্রহ, যার স্মারক চিহ্নে বর্তমানে সাহিত্যের সুবিশাল মঞ্চে কিঞ্চিৎ ঘোরাফেরা।

নির্বিকার জীবন
আহমেদ জোহা

জীবনের বহু পরাজয়ে দেখেছি অন্যের জয়,
সুখের দৃশ্যে করেছি তৃপ্ত আপন অশ্রু ক্ষয়।
ব্যর্থতার পরিহাসে বেড়েছে অজস্র বিড়ম্বনা;
তবুও নির্বিকার এ অলস মন থেকেছে আনমনা।
ঘুরে দাঁড়ানো দেখেছি কত জনের পুনঃজাগরণে,
মরেছি আমিই শুধু, অকর্মে একা ব্যর্থতার সহমরণে।
হুঁশ ফেরেনি তবু আমার পরাজয়ের অতল তলে,
বীর সেজেছি অন্যের জয়ে সততার শক্তি বলে।
হারানো বিশ্বাস ফিরে পেতে পেয়েছি যত প্রেরণা,
তার কোলেতেই রাখতে মাথা আমার অহেতুক তাড়না।
দ্বিধায় চেপে পার হওয়া সময় কেটেছে যে অনিদ্রায়,
নিশ্চিন্ত মনে করেছি যাপন দোল খাওয়া সুখতন্দ্রায়।
দর্শক বেশে হচ্ছি নির্ণীত যে আপনা সত্তা দিয়ে বিসর্জন,
সব কূলেই কূল হারিয়ে হইনি কারও আস্থাভাজন।
আত্মবিশ্বাসের অভাবে ভুগে কাটাই একলা ঘরকোণে,
পরের জয়েই যত সুখ খুঁজি, আপনা পরাজয় ঢাকি ব্যর্থমনে,
হাসি তাদের সুখ মাঝে, কান্না করি দুঃখের করুণ দৃশ্যে,
এমনও মানুষ আমি প্রতিযোগিতাময় এ সরব বিশ্বে।

নতুন কর্ণধার
আহমেদ জোহা

পৃথিবীর নিয়মের ব্যত্যয় হবেনা,
রথি মহারথিরাও নেবে অবসর।
বুড়িয়ে যাওয়া জীবনের সাথে গল্প করবে সোনালি অতীত,
নতুনের মহারণে স্বাগত নবীন বহর।

নতুন উদ্যোমে হবে রচিত এক একটি জয় আলেখ্য,
সৃষ্টির প্রাচুর্যে হবে অর্জিত নব অধ্যায়।
মহানন্দে ছড়িয়ে পড়বে চতুর্দিক জয়ধ্বনি,
মিলেমিশে একাত্বতায় গায়ে গায়।

প্রতিটি সহযোদ্ধা হবে আশ্বাসী স্তম্ভ,
নিজেকে সাজিয়ে গোলার বিস্ফোরণুখ বারুদ।
জয়ের নেশায় প্রতি মনের আলোড়িত চঞ্চলতা,
ভুলে যাবে পরাজয়ের ভ্রষ্ট লক্ষ্যচ্যুৎ।

দিকে দিকে উড়াবে বিজয়ের কেতন,
উল্লাসধ্বনিতে প্রকম্পিত করে নিজেদের সুভাগমন।
হে নবীন, জেনে রেখো হবেনা দেরি সময়ের অনুক্ষণ,
বিশ্ব মুখিয়ে থাকবে তোমাকে করতে বরণ।

তোমরাই আগামীর বীরোচিত নায়ক,
জাতির সু-কৌশলী আস্থাশীল কর্ণধার।
স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে নিঃসন্দেহে করতে জীবনযাপন,
তোমাদের হাতেই তুলে দিলাম তবে এ জাতির পূর্ণভার।

বিদায় সবাইকে
আহমেদ জোহা

অনেক দুঃখ পেয়ে আমি সমুদ্রের কাছে গিয়েছি;
একটু নিরবতার জন্য,
কিন্তু সমুদ্র আমায় উল্টো গর্জন শুনিয়ে দিল।
অনেক কষ্ট পেয়ে আমি আকাশ পানে চাইলাম;
একটু প্রশান্তির জন্য,
কিন্তু আকাশ আমায় নীল বেদনার কষ্ট দেখালো।
মেঘকে দেখালাম আমার অশ্রুধারা,
সে আমায় তার অঝোর বর্ষণ দেখিয়ে দিল।
নিজেকে আত্মগোপন করতে অন্ধকারকে বেছে নিলাম,
সেও আলোর পথে ছুটলো ক্রমান্বয়ে।
তবে যে আমি ভালোবাসার অন্তরীক্ষে এক শূন্য মানুষ,
হতাশার প্রাপ্তিতে যার হয় জীবন নির্বাচন।
নিজেরই ছায়াতে হই যখন প্রতারিত,
পাইনা তখন আপনার দৈর্ঘ্যের সঠিক পরিমাপন।
তখন অপর আর করবে কতটা আপন ?
জীবন যোগসূত্রে এলোমেলো হওয়া সব গরমিলে-
মেলেনি আমার যে যখন কোন অংকই।
সবকিছু ছেড়ে-ছুড়ে ডুবেছি তবে একাকিত্বে।
পাহাড়েরও নিরবতা দেখেছি,
দেখেছি তার পাথর গাম্ভীর্যে মৌন স্বভাব।
আপন একাকিত্বে যখন নিজেকেই লাগে চরম বিরক্ত,
তখন পৃথিবী বিদায়, তোমাকে বিদায়।

অভিমানেরও কারণ থাকে
আহমেদ জোহা

আজ না হয় থাক,
অন্যদিন বলবো
অভিমানটা ফেনিয়ে উঠুক;
বুঁদবুঁদে নিজের ভিতর।
অস্পষ্ট হোক চাহনি,
ভেজা চোখের অশ্রুতে।
প্রতিদিনই কি হাসিমাখা মুখ চাই ?
একদিন না হই গোমড়ামুখী।
মুখ কালো করে ভালোবাসা পাওয়ার তীব্র আকুতি আমার,
বাড়ুক তোমার ভিতরও- উত্তাল সমুদ্রের ঢেউ,
অজানা প্রশ্নে জর্জরিত হও কিছুক্ষণ,
দ্বিধাময় দুরুদুরু বক্ষে অজানা অপরাধ আতঙ্কে -
তুমিও হও খানিকক্ষণ খেয়ালী, আমাকে ঘিরে।
যুক্ত হও ভালোবাসার নতুন নিয়মে,
কিছুদিনের একঘেয়েমি সম্পর্ক থেকে-
বেড়িয়ে আসো নতুন করে, সেই শুরুর প্রত্যয়ে।
আবার "ভালোবাসি তোমায় অনেক" এই বলে-
জড়িয়ে ধরোতো আমায় অনেক শক্ত করে।
তোমার বুকের ভিতর পরম শান্তিতে-
হোক আমার একটু মাথাগোঁজা।
অভিমানটা না হয় তোলা থাক এক্ষণে,
নাই বা জানলে আমার এ মিছে অভিমানের মানে।

বাড়ন্ত সুখ
আহমেদ জোহা

প্রেমের বিরহ তাও ভালো,
সুখটা হোক অচেনা,
বিরহে বিরহে হবো পাথর,
মিলনে বাড়েতো দেনা।

ভুলে যাব কয়েক মুহূর্তে-
দু-জনের করা পণ,
অসম মিলনের আত্মজালে-
মজেছিলাম যে ক্ষণ।
মুক্ত হবো আজ রিক্ত করে,

সব হারানোর গল্পে।
আপন সত্তায় বাঁচবো আবার,
দুঃখ নামের অল্পে।
তোমার আমার আকুতি সব,
উড়াব বাউড়ি বাতাসে।

নিরুপমা আমিও একা থাকি,
প্রেমের মায়াবী সর্বনাশে।
ভালো থাকার রসদ জুগিয়ে-
হয়েছি তৃপ্ত আত্মধ্যানী।

প্রেমের মূলে বিরহটাই খাঁটি,
বলে গেছেন বহু জ্ঞানী।
তবেই হোক দীর্ঘসূত্রিতা রচনা,
আমাদের এ মৃদু প্রেমে।

প্রাপ্তির খাতায় লেখা থাক শুধু,
সুখের বাড়ন্ত, বেনামে।

কবি পরিচিতি

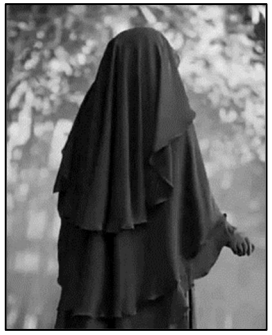

মোসাঃ শাহানাজ আক্তার ১৩ই এপ্রিল ২০০৬ সালে বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ থানার পূর্ব চীপা বারই খালি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা- আবুল কালাম আজাদ। মাতা- সামছুন্নাহার। তিনি সরকারি আজম খান কমার্স কলেজ খুলনা, অনার্স প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী। ছোট্ট বেলা থেকে কবিতা লেখার প্রতি প্রবল আগ্রহ।

বিধাতার লিখন

শাহানাজ আক্তার

জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে
এই তিনটি সত্যি নিয়ে।
করো নাকো বৃথা অহংকার
বিধাতার লিখন নিয়ে
করো জীবন পার

নিজের জন্ম না হয়
নিজের চেষ্টায়
মৃত্যুর ম্যাসেজ এলে
না এড়ানো যায়।

এ জীবন সংসার
শুধু সুখে ভরা কার
সুখ দুঃখে দিতে হবে
ভবনদী পার।

কে জানে কার সনে
কবে হবে বিয়া,
হটাৎ দেখা মিলে
পেয়ে যাবে হিয়া।

এ ভাবেই জীবন সংসার
সবার কেটে যায়,
জীবন না গড়তেই
মৃত্যুর দ্যুত হাজির হয়।

কেবলই মনে হয়
কি বা পেলাম,
কিছু না পেয়ে দেখি
সবই হারালাম।

লেখক পরিচিতি

মোঃ শামিম মাহমুদ ৮ই জুলাই ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে নরসিংদী জেলার পলাশ থানার গয়েশপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা- মোঃ আব্দুল বাতেন ও মাতা- ফাতেমা বেগমের চার সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয়। তিনি গয়েশপুর পদ্মলোচন উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ২০০৭ সালে অষ্টম শ্রেণী পাশ করেন। ছোটবেলা থেকে কবিতা ও গল্প লেখার প্রতি ছিল তাঁর প্রবল আগ্রহ।

বাবা তোমার অনুভূতি

মোঃ শামিম মাহমুদ

বাবা তুমি ছাড়া আমার
এই পৃথিবীটা লাগে বড় শূন্য।
তুমি ছিলে আমার কাছে এই পৃথিবীতে
সবার চেয়ে ভিন্ন।
কত শত বেদনা সইয়ে
আগলে রেখেছ প্রাণে।
ছোট ছোট কত ভুল করেছি,
ক্ষমা করে দিয়েছ সরল মনে।
আজ তুমি নেই পাশে শূন্য শূন্য লাগে।
দুঃসময়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে তুমি সবার আগে।
কত জল জমা আছে চোখের অই কোণে।
দুঃখগুলো বলি আমি কাহার সনে ?
বাবা তুমি অনেক দামি আমার, ছোট্ট বেলায়
না বুঝে তোমার কথার করেছি কত অবহেলা।
আজ তুমি নেই পাশে বুকটা ছিঁড়ে ভাসে
তোমার অনুভূতি গুলো থাকবে সারা জীবন পাশে।
ছোট বেলার কথা গুলো বড্ড মনে পড়ে
কখন যেন নিজের অজান্তেই দু-চোখে জল আসে।

কবি পরিচিতি

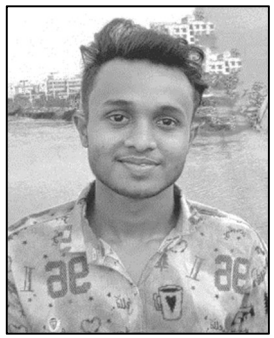

সৈকত মালাকার ২০০৪ সালের ১৮ই মে ঝালকাঠি জেলার সদর উপজেলার পিপলিতা গ্রামে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঝালকাঠি সরকারি কলেজে ডিগ্রী প্রথম বর্ষে মানবিক শাখায় অধ্যায়নরত আছেন। তাঁর পিতা- সুজন মালাকার ও মাতা- বিনা রানী। তাঁর মাতা ২০১৬ সালের ২১ শে সেপ্টেম্বর অকাল মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছোট বেলা থেকেই কবিতা পড়তে এবং লিখতে ভালোবাসেন।

ভোরের বেলা
সৈকত মালাকার

ধীরে ধীরে সুনির্মলো বহিছে বাতাস।
সবিতা বৃত্ত যেন উদিত আকাশ।
নিমজ্জিত অন্ধকার করিল আলোর প্রকাশ।
আহা কী মনোরম কেড়ে নিয়েছে মনের যত হতাশ।
মৃদু বাতাসে বৃক্ষ হেলে দুলে খাচ্ছে দোলা।
প্রকৃতির পানে ছুটছে মন আমি নই একলা।
পাখিদের আপন সুরে কিচিরমিচির ডাকে।
যেন প্রকৃতি গাইছে গান আপন মন প্রাণে।

ভোরের বেলা মোরগ গলা ফাটানো চিৎকার ডাকে,
বলছে যেন রজনী পোহালো এবার ওঠো সকলে।
সকলি উঠে লিপ্ত তাদের নিত্য কর্মে,
পাখিরা উড়ে বেড়ায় উদরপূর্তির তরে দিক দিগন্তে।
প্রকৃতির এরূপ দৃশ্যে মন আজ পুলকিতা।
আলোর বহিঃপ্রকাশ লাল বৃত্তের ন্যায় সবিতা।
সকলের তরে বিলিয়ে দিলাম মোর যত প্রেম ভালোবাসা।
হয় যেন মোর প্রতিটা দিন প্রতিটা সকাল এমনি ভোরের বেলা।

গোধূলি বেলা
সৈকত মালাকার

পড়ন্ত বিকেলে রক্তিম আলো,
বিকশিত আকাশ জুড়ে।
কর্মজীবী মানুষরা সব ফিরছে,
তাদের নিজ গৃহে।
পাখিরা কিচিরমিচির শব্দের,
উড়ে উড়ে ফিরছে তাদের নীড়ে।
গবাদিপশুরাও উদগ্রীব তাদের,
নিজ গোয়ালে ফিরতে।

সূর্যের কিরণ আস্তে আস্তে,
ক্ষীণ হওয়ার পথে।
প্রকৃতি যেন তার নিজস্ব
ব্যস্ত সময় পার করছে।
ছোট বেলার সেই গোধূলি বেলা,
আজ সবই স্মৃতির কল্পনা।
ছিলাম কতই না চঞ্চল, ছিল কত উন্মাদনা,
ছিল হাসির আনন্দ, ছিল দুরন্তপনা।

হারিয়ে গেছি কত প্রকৃতির পথ প্রান্তর।
ছুটেছি কত আপন মনে দিক দিগন্তর।
সবিতার আলো যেন বিরতি নিলো।
সকলি তার নিজ আলয়ে ফিরিলো।
এমন গোধূলির মধুরও লগন।
যেন দিবা - রাত্রি, প্রকৃতির মিলন।

কবি পরিচিতি

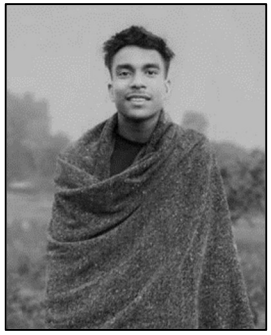

কাব্য আহমেদ হৃদয় ২রা ফেব্রুয়ারি ২০০২ সালে ঢাকা জেলার সাভার থানার গাজীবাড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা নুরুল হক ও মাতা নাছিমা বেগমের দুই সন্তানের মাঝে তিনি কনিষ্ঠ। তিনি কিছুদিন ঢাকায় মেকানিক্যাল ডিপ্লোমা নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। সাহিত্যের প্রতি প্রবল ভালোবাসা থেকেই কবিতার মাঝে তাঁর বিচরণ শুরু হয়। বর্তমানে তিনি কর্মজীবনের সাথে সাথে সাহিত্যচর্চায় নিয়োজিত।

ঘুমন্ত শহরে জাগ্রত আমি
কাব্য আহমেদ হৃদয়

ঘুমন্ত এই শহরে,
কোথাও কি তুমিও জেগে আছো মায়া ?
নাকি রাত ভোর স্বপ্নে মাথা রেখে
খুঁজে বেড়াও নতুন স্মৃতির ছায়া।
আমি কিন্তু আজও জেগে বেড়াই মধ্যরাতে,
তোমার দূরের ওই চাঁদ তারার সাথে মিশে।
পুরোনো গান ও কবিতা নিয়ে
বেলকনির বাঁ'পাশটায় বসে।
সেখানে আজও জোনাকি পোকার কথা মিলে
মুঠো ফোনে তোমার আওয়াজ ভাসে।
ভাসে মায়া ভরা দুটি চোখে মায়াবতীর শোভা।
আমি কিন্তু আজও ঘুমাতে পারিনি মায়া,
রাত ভোর স্বপ্নে এঁকে গেছি তোমার ছায়া।
কেমন করে আসলে তুমি,
পাষাণ হৃদয় নিয়ে মায়া।
একটি বারও ফিরে তাকালে না
কত কিছুর রেখে গেলে ছায়া।
একটি বারও তুমি তাকালে না মায়া।

তুমি আমার দুঃখগুলো নিও
কাব্য আহমেদ হৃদয়

তোমাকে একটা আকাশ দিতে চাই, নিবে ?
সাদা কালো মেঘ, আবরণে জমা আকাশ।
তুমি কি নিবে আমার আকাশ ?

ব্যথার প্রলোভন ভরা এক বিচ্ছেদ গান,
কবিতায় কথা বলা এক বিদ্রোহীর প্রাণ।
ভেঙে পড়া এক রমনীর গান,
তুমি কি নিবে? আমার ভাঙ্গা পাঁজরের প্রাণ।

সবাইতো সুখ বলে সব কিছুই নিয়ে গেল
তুমি না হয় একটু বিদ্রোহীকে নিও।

সাদা কালো দুঃখ ছাড়া নেই'তো কিছু আর
তোমার আসার আগে যাতে ঝরে বৃষ্টি আবার।
সে যেন ধুয়ে দেয় সকল দুঃখ আমার
রঙিন প্রাণে যাতে মিলে বিদ্রোহীর সুবাস।

মাটির ধারে আমি মানুষ চিনেছি,
সৃষ্টি তার স্বরুপ তাহার।
অজানা মনে তাকে ভালোবেসেছি,
তুমি'তো তার লেখা রমনী আমার।

তুমি এসে বিদ্রোহীকে রঙিন করে দিও।
তুমি না হয় একটু দুঃখকেই ভালোবেসো !
সুখ'তো সবাই নিয়েই গেল।

তোমার সব কিছুই আমার হোক
কাব্য আহমেদ হৃদয়

তোমার সব কিছুই আমার হোক।
লেপ্টে পরা চোখের কাজল
ঘাম মাখা ওড়নার বিবরণ।
তোমার সবটা জুড়েই আমার হোক।

বৃষ্টি ভেজা সোনালী সকাল
রোদ্দুরে মাখা চঞ্চল মন।
চোখের নিচে কালো জন্ম দাগের বিবরণ,
তোমার সমস্ত কিছু একান্ত আমার হোক।

আমার ভাঙা পাঁজরের হাড়ে
একান্তই তোমার আশ্রয় হোক।
তোমার সবটা জুড়েই আমার বসত হোক।
তোমার সকল চাওয়া - পাওয়া
একান্তই আমার নামে হোক।

তোমার সবটা জুড়েই আমার হোক।
গভীর রাত্রি বুকের বাঁ পাশে মাথা রাখার সুখ,
তোমাকে ঘিরেই আমার স্বপ্ন হোক।
চাঁদ দেখা রাতে আমাদের গল্প হোক
তোমার সব কিছু একান্ত আমার হোক।

শরীরে শরীর মিললেই, প্রেম হয়না বৈরাগী
কাব্য আহমেদ হৃদয়

শরীরে শরীর মিললেই, প্রেম হয়না বৈরাগী,
রাত্রি নিশি ভইরা তারে জানতে হয়।
ঠোঁটে ঠোঁট রাখলেই প্রেম হয় না বৈরাগী,
কপালের টিপকে ভালোবাসি বলতে হয়।

এক বিছানায় ঘুমাইলেই প্রেম বলে না বৈরাগী,
রাত্রি নিশি ভইরা, ওর বায়না গুলারে রাখতে হয়।
হাতের মাঝে হাতরে রাইখা,
ওরে ভালোবাসি ভালোবাসি বলতে হয়।
তবেই তো তুমি প্রেমিক বৈরাগী !

শরীর ! শরীর তো পতিতালয়েও মিলে
তাকেও কি প্রেম বলা যায় বৈরাগী ?
ঠোঁটে ঠোঁট তো কত মানুষই রাখে,
তাই বলেই কি প্রেম জোয়ারে ভাসা যায় বৈরাগী !

ভালোবাসতে গেলে বুঝতে হয়,
আকাশ পরিমাণ যন্ত্রণা
বুকের মাঝে সহ্য করে নিতে হয়।
তবেই তো তুমি প্রেমিক বৈরাগী।

তবুও মনে রাখবো
কাব্য আহমেদ হৃদয়

এভাবে কয়েকটি বর্ষায় মেঘ জমবে,
অবশেষে শ্রাবণে দুঃখেরা বৃষ্টি হয়ে ঝরবে।
রোদে পুড়তে পুড়তে হৃদয়
একদিন সুখের সন্ধান পাবে।
পুরোনো সব স্মৃতির ডাক নাম ভুলে গিয়ে,
আবারও নতুন স্মৃতির জন্ম হবে।

কেউবা আসবে তোমারই মতো করে,
আমার এলোমেলো জীবনটা সাজাবে বলে।
তুমি যেমন সাজাতে এসে চলে গেলে,
সে সাজাতে এসে যাবে না; বরং
বুকের গভীরে মাথা রেখে,
সে শুনবে ভাঙ্গা হৃদয়ের কথাগুলো।

যেমন ভোর রাত্রিতে কারো ছোঁয়ায় মুগ্ধ হলে তুমি।
আমিও হবো তোমারই মতো করে !
স্মৃতির সব দাগ মুছে ফেলবো আমি,
গা ভাসাবো পালাবদলের মতো করে।
তাই বলে যে,
সুখ পেয়ে তোমাকে ভুলে যাবো এমনটা নয়।

তোমাকে মনে রাখবো,
ভীষণ করে মনে রাখবো।
যেমন করে মনে রেখেছিলাম
শৈশবের মাখা স্মৃতির দাগরে।
তেমনি তোমাকে মনে রেখে দেবো
হাজারো বিষণ্ণতার সুখ নিয়ে,
বৃষ্টি শেষে বিষাদের প্লাবন নিয়ে।

নব্বই দশকের স্মৃতি
কাব্য আহমেদ হৃদয়

অভিশপ্ত এই শহর,
যেই শহরে মানুষের মন বোঝা বড় দায়।
ওরা যে নব্বই দশকের কথা ভুলে যায়,
ওরা হাতে কলমে আঁকে বৃদ্ধ জ্ঞান।
কি করে জানবে মানব জাতির প্রাণ ?
অতি সরল মানুষ যে,
এই পৃথিবীর কাছে ঠকে যায়।
দুর্দান্ত ঠকবাজ মানুষ
এই পৃথিবীর মাঝে আশ্রয় পায়।

হাতে কলমে লেখা হয়না চিরকুট,
মনের ভাষা প্রকাশ করে টেলিফোন।
কথা বলার আকাঙ্ক্ষায় ধুঁকছে জাতি,
ভালোবাসায় কথার সুর হারিয়ে ফেলেছে জ্ঞান।
সে শহরে মানুষ বলো, সস্তা হবে না কেন ?
নব্বই দশকের গান বললে ওরা বলে গেঁয়ো।
অথচ হাফ প্যান্ট শার্ট পরে নাচিয়ে বলে,
এই'তো বাংলার আধুনিক গানের প্রাণ।

চাই না তোমার এই আধুনিক গান
আমরা চাই নব্বই দশকের প্রাণ।
যেখানে মানুষ বাঁচবে, কথা হবে!
মনের সব ব্যাকুলতা হাসি মুখে,
মানুষ মিলে বলা যাবে।
চাই আমরা আবারও সেই
আদিম জাতির প্রাণ !
আদিম জাতির মনে আঁকানো গান।

বড়ো অসময়ে তুমি এলে
কাব্য আহমেদ হৃদয়

এতটা অসময়ে কেন তুমি এলে,
রঙিন সুখ ঝরে যাওয়ার পরে।
বসন্তের কৃষ্ণচূড়া ঝরে গেলো,
তোমার আসার অপেক্ষার অবতরণে।
তুমি এলে, খুব অসময়ে এলে।
হেমন্ত চলে গেলো কত শত
শরৎ তোমাকে ভেবে ভেবে।
দুর্দিনে একা স্বপ্নকে নিয়েছি আমি
তুমি পাশে থাকবে না বলে।
আজ যখন পৃথিবীর সমস্ত জায়গায়
ক্যালেন্ডার, ল্যাম্পপোস্টে লেখে দিলাম,
সুখ কখনো গণ্য হবে না তোমাকে নিয়ে।

আজ তুমি বার্তা না দিয়েই
চলে এলে অসময়ের সঙ্গী হয়ে।
মনে জমে না আর মেঘ আবরণের আবরা
যেই একাকার শিখতে শিখলাম।
তখনি তুমি সঙ্গ দিলে,
তুমি বড়ো দুর্দিনে পাশে এলে।
বছর কয়েক পরে না হয় আসতে,
হাতে লেখা সকল চিরকুট তোমাকে দিতাম।
বিদ্রোহীর প্রেমিকা আবতরণে তুমি সঙ্গ দিতে এলে,
বড়ো দুর্দিনে পাশে এলে।
আমি যখন নিলাম ধ্বংসের পথ
তুমি আবারও সাজাতে এলে।
তুমি বড়ো দেরি করে পাশে এলে।

পুনর্জন্ম
কাব্য আহমেদ হৃদয়

এই শহরে আবারও আমি
নতুন করে জন্ম নিলে।
তোমার এক গাল হাসি হয়ে জন্মাবো।
মেঘের আবরা হতে চাইনা আর
বরং বৃষ্টি হয়ে ঝরবো।

যতটুকু মুগ্ধতায় তুমি আমাকে জড়াবে,
আমি ঠিক ততটাই মুগ্ধ হয়ে তোমাকে নিবো।
কালচে মেঘের অন্ধকার হতে চাইনা আর
বরং তোমার ভোরের শিশির রূপে
চাদরে মাখা রোদ্দুর হয়ে জন্মাবো।

কতই তো চলে গেল বসন্ত,
বিচ্ছেদ বিদ্রোহ নিয়ে।
আমি এবার না হয়
কৃষ্ণচূড়া হয়ে জন্মাবো।
চৈত্রের খররৌদ্র হয়ে জন্ম নিবো,
যাতে পাই ভালোবাসার শীতল বাতাস।

যাতে পাই প্রাণ ভরে আশ্রয় তোমাতে।
আমি আবারো জন্ম নিলে,
তোমার একগাল হাসি হয়ে জন্মাবো।
জন্মাবো মেঘক্লান্ত বিকেলের পাখি হয়ে,
তোমার তরুর ডালে বসে গা জুড়াবো।
আমি আবারও তোমারি শহরে
নতুন করে জন্ম নিবো।

কাছে টেনো অভিমান ভুলে
কাব্য আহমেদ হৃদয়

ধরো তুমি একদিন বুঝতে পারলে !
আমার ভালোবাসাকে অস্বীকার করে,
তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিয়ে ছিলে।
সেদিন কি রাগ অভিমান ভুলে গিয়ে,
আবারও একটু চাইবে না আমাকে ?

চাইবে না নতুন করে আবারও আসি,
তোমাকে ভালোবাসি বলতে।
আমি তো জানি,
সব শেষে মানুষ অভিমান ভুলে যায়।
শূন্য খাঁচার পাখিকে মনে পড়ে যায়।

আমি জানি তোমার মনে পড়বে,
আমাকে তোমার ভীষণ করে মনে পড়বে।
সেদিন তুমি ভুলগুলো ভুলে গিয়ে,
আবারও কাছে টানতে চাইবে আমাকে।
যেমন সুতোর বাঁধন ছিঁড়ে উড়িয়ে ছিলে,
তেমনি ঠিক আবারও তুমি কাছে টানবে।

তুমি আবারও হাসি মুখে কাছে টেনো,
অভিমানের ভুলগুলো, ভুলে গিয়ে।
আবারও রাঙিয়ে দিয়ে যেও
আমার বর্ণহীন নিষ্প্রাণ কবিতা গুলোকে।
তুমি ভুলে গিয়ে
আবারও কাছে টেনো আমাকে।

নবজীবন
কাব্য আহমেদ হৃদয়

একখানা নতুন গল্প হোক
আঁধার কালো ধোঁয়াশার
এবার মৃত্যু হোক।
এবার প্রিয় নাম, প্রিয় ঠিকানা,
ভুলে যাওয়ার অসুখ হোক।

যেই রং পেন্সিলে তোমাকে আঁকা
সেই রং পেন্সিল আবারও নতুন হোক।
এবার নতুন করে বেঁচে ফিরার
এই শহরে আমারও স্বপ্ন হোক।

রোজ তো বাঁচি মিথ্যে পরিচয়ে,
এবার সত্যিটাই জীবনে হোক।
যেমন করে তোমারও
নতুন একখান ঘর সংসার হলো।

আমারও ঠিক তেমনি
নতুন একখান ঘর সংসার হোক।
আঁধার কালো তুমিও যেমন মুছে নিলে
প্রিয় মানুষের ঠোঁট খানে
তোমারও সবটুকু সুখ দিয়ে।

আমারও নতুন একখান মানুষ হোক
ঠোঁটের কোণে নিকোটিনের ধোঁয়াকে
যত্ন করে মুছিয়ে দিতে।
আমারও নতুন একখান ঘর হোক !

কবি পরিচিতি

মোঃ আক্তারুজ্জামান আক্তার ৬ই জুলাই ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে যশোর জেলার কেশবপুর থানার সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মোঃ আব্দুল গফুর ও মাতা সুফিয়া বেগমের চার সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার ছোট। তিনি সরকারি ব্রজলাল (বিএল) বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, খুলনা থেকে ২০২০ সালে বিএ ও ২০২১ সালে এমএ সম্পন্ন করেন। ছোটবেলা থেকে কবিতা ও গল্প লেখার প্রতি ছিল তাঁর প্রবল আগ্রহ।

গোধূলি বেলা

মোঃ আক্তারুজ্জামান আক্তার

নদীর ধারে বসে আমি ভাবছি তোমার কথা
হঠাৎ করে পড়ে মনে তুমি নিরবতা,
বুকটা চিরে বলছো তুমি কতই না কথা
আমি তখন চেয়ে দেখি তোমার মুগ্ধতা।

সিক্ত আলোর ঝলকানিতে করছি আমি খেলা
তোমার পানে চেয়ে দেখি তুমি গোধূলি বেলা,
হাসি মুখে বলছো তুমি আমায় দিয়ে ডাক
সিক্ত আলোর স্মৃতিখানি একটু মনে রাখ।

একটু পরে ফিরবো বাড়ি তোমার সাথে করে আড়ি
মিছে মায়ার বাঁধন ছিড়ে হারিয়ে যাবো ধীরে
অমানিশার অন্ধকারে সাজিয়ে ভেলা
বন্ধু তুমি মনে রেখো, আমি গোধূলি বেলা।

কবি পরিচিতি

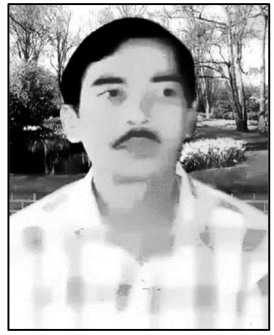

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক রাজধানী খ্যাত কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা উপজেলার গোলাপ নগর গ্রামে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে ১৬ই মে ১৯৬৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। কবির পিতার নাম শামসুদ্দিন শেখ, মাতার নাম মিলাপ জান, পিতামহ অনাথ আলী শেখ। তিনি ১৯৮৪ সালে দামুক দিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে এসএসসি পাশ করেন। তারপর তিনি ভেড়ামারা ডিগ্রি কলেজ থেকে লেখাপড়া শেষ করেন। কবি ছোট বেলা থেকেই কবিতা, নাটক, গল্প, ও গান রচনা করেন। তিনি বাংলাদেশ বেতার এর একজন তালিকা ভুক্ত গীতিকার। তাঁর লেখা গান বিভিন্ন জন প্রিয় শিল্পীর কণ্ঠে দেশের বিভিন্ন বেতারে প্রচার হয়েছে এবং হচ্ছে।

প্রেমের কবি বলে

মাহবুব আলম বুলবুল

প্রেমের কবিতা লিখি বটে
প্রেম আমি করিনি,
কত মনের আনাগোনা ছিল
তবু মন ধরিনি।

নানা জনের নানা রকম মন
কোনটা আসল নকল,
বুঝতে পারিনি প্রেম বাজারে
আমি একটু তখন।

আমারও একটা মন ছিল
প্রেম করার মত,
ইচ্ছে করলে প্রেম করতে
পারতাম আমি কত।

প্রেম করিনি ভালো আছি
যাকে বলে ভালো,
প্রেম ভবে ভালো তবে
আবার প্রেম কালো।

প্রেমের কবিতা লিখি আমি
রং মিশানো ছলে,
লোকে তাই হেসে আমায়
প্রেমের কবি বলে।

প্রেম আছে বলে তাই
প্রেমের কবিতা লেখি,
লোকে প্রেম করে আমি
দুই নয়নে দেখি।

প্রেমের নৌকায় চড়ো
মাহবুব আলম বুলবুল

তোমার জন্য আছি আমি
আমার জন্য থাকো,
নামটি তোমার মনের পাতায়
লিখে তুমি রাখো।

আজ কাল পড়শু হোক
আমায় তুমি খুঁজবে,
আমার ভালোবাসা যেদিন
সরল মনে বুঝবে।

আমার নাম মন থেকে
হারিয়ে তুমি দিওনা,
আমার নাম ছাড়া মুখে
কারো নাম নিওনা।

আমার নামের মালা গেঁথে
রাখলে গলায় পড়ে,
ভূত-প্রেত কেউ আসবে না
তোমার মনের তরে।

এক হৃদয়ে দুই নাম
না রাখাই ভালো,
এক মাত্র আমার নামেই
প্রেমের প্রদীপ জ্বালো।

জীবনে সুখ পেতে চাইলে
আমায় তুমি ধরো,
চিন্তা-ভাবনা ছেড়ে আমার
প্রেমের নৌকায় চড়ো।

তোমার মাথার ছাতা
মাহবুব আলম বুলবুল

তুমি আমার লিখার কলম
আমি খাতার পাতা,
বৃষ্টি ঝরা দিনে আমি
তোমার মাথার ছাতা।

লিখার কলম তুমি আমার
আমি হলাম কালি,
জীবন থাকতে হতে চাইনা
তোমার চোখের বালি।

তোমায় নিয়ে ঘর বাঁধার
মনে বড় আশা,
বুক উজাড় করে তোমায়
দিয়েছি ভালোবাসা।

ভুল বুঝে যাও যদি
আমায় একা করে,
দুঃখ কষ্ট পাবে তুমি
সারা জনম ধরে।

ভেবে দেখার সময় আছে
অনেক তোমার হাতে,
পিছন স্মৃতি স্মরণ করবে
ঘুমানোর আগে রাতে।

ভুল যদি ভাঙে তোমার
প্রেমের মূল্য দিও,
বিনা সুতার মালা হবে
শপথ তুমি নিও।

কেমন দিন এলো
মাহবুব আলম বুলবুল

পাড়া গাঁয়ে স্কুল-কলেজের
অনেক ছাত্র-ছাত্রী,
বই রেখে ফোন দেখে
কাটায় সারা রাত্রি।

বই পড়ার শব্দ এখন
আসে না কানে,
বই পড়ে না ছেলে-মেয়ে
মা-বাবাও জানে।

স্কুল-কলেজে না গিয়ে
বাজারে বেড়ায় ঘুরে,
মনে চাইলে বেড়াতে যায়
অন্য কোথাও দূরে।

এমন একদিন ছিল পাড়ায়
জ্বেলে হ্যারিকেন বাতি,
জোরে জোরে পড়তো বই
জেগে অর্ধেক রাতি।

সেই দিন সেই সময়
কোথায় চলে গেলো,
কালের চাকায় ঘুরে ঘুরে
কেমন দিন এলো।

কোচিং সেন্টার প্রাইভেট মাষ্টার
সবাই ঠিক করে,
বাবার অর্থ ব্যয় করে
তিন জায়গায় পড়ে।

তোর ক্ষমা নাই
মাহবুব আলম বুলবুল

আমার কাছে নাইরে নিষ্ঠুর
তোর ক্ষমা নাই,
বেঁচে থাকতে তোর জীবনের
দুঃখ দেখতে চাই।

তোর কষ্ট দেখার জন্য
খুব ইচ্ছে আমার,
মরণ হলেও পুনরায় যেন
জনম হয় আবার।

আমার প্রেম নিয়ে তুই
পুতুল খেলা খেলে,
স্বার্থ পূরণ করে তোর
আমায় দিলি ফেলে।

তুই খুব স্বার্থপর ছিলি
ছিলো নাকো জানা,
এতদিন পর সেদিন আমি
জানলাম ষোল আনা।

তোর মনে প্রেমের আগুন
লুকিয়ে তুই রেখে,
স্বার্থ পূরণ করার জন্য
নিয়ে ছিলি ডেকে।

মনে রাখিস কপাল থেকে
পালিয়ে গেছে সুখ,
তোর কপালে জানিস এখন
ভর করেছে দুখ।

তুমি যাবার পর
মাহবুব আলম বুলবুল

আমার লেখা কবিতা যদি
তোমার চোখে পড়ে,
মন দিয়ে পড়বে তুমি
একটু সময় করে।

কত সুখে আছি আমি
তুমি যাবার পর,
কি বলবো দুঃখের কথা
অন্ধকার আমার ঘর।

তুমি যাবার পর থেকে
জ্বলেনা ঘরে আলো,
ফিরে এসে আবার তুমি
আলো ঘরে জ্বালো।

তুমি এলে ফুল দিয়ে
বরণ করে নিবো,
নতুন করে ঘরে আবার
বিদ্যুৎ সংযোগ দিবো।

তুমি নাই বলে তাই আমি
বিদ্যুৎ লাইন কেটে,
দিয়েছি আমি মনের দুঃখে
বিদ্যুৎ অফিসে হেঁটে।

কবিতা লিখি মন দিয়ে
বসে রোজ সকালে,
ফিরে তুমি না এলে
যাবো মরে অকালে।

আমি তোকে বলছি
মাহবুব আলম বুলবুল

আমার নিকট থেকে তুই
দুঃখ চেয়ে নিলি,
সারা জীবন থাকবি এখন
যেমন তুই ছিলি।

বেশি সুখ তোর কপালে
কোন দিন সইবে না,
তোর অন্তরে সুখের বন্যা,
আর কভু বইবে না।

সুখের পাখি উড়ে গেছে
তোর জীবন থেকে,
এক বোঝা দুঃখ শুধু
তোর জন্য রেখে।

শোনরে নিষ্ঠুর শোন তুই
আমি তোকে বলছি,
আগের জীবনে ফিরে গিয়ে
নিজের মত চলছি।

কেমন করে চলবি তুই
সেই চিন্তা কর,
চলতে যদি না পারিস
আমার আগে মর।

আমি ঠিক বাঁচতে পারবো
সেই আগের মত,
হজম করে নিবো আমি
বুকের কষ্ট যত।

দুনিয়াতে আর নাই
মাহবুব আলম বুলবুল

মনের মানুষ ভেবে আমি
হৃদয় উজাড় করে,
ভালোবাসা দিলাম তাকে
বারো বছর ধরে।

ভালোবাসা নিলো আমার
দিবার বেলায় ছাই,
ভাবি এখন তার মতো
দুনিয়াতে আর নাই।

নিতে হলে দিতে হয়
নাই তার জানা,
ভালোবাসা দিয়েছি তাকে
সঠিক ষোল আনা।

ভালোবাসা দিবার আগে
যাচাই করি নাই,
তাই আমি ভালোবাসার
কষ্ট শুধু পাই।

ভালোবাসার নদীতে যদি
সাঁতার দিতে চাও,
যাচাই বাছাই করে তবে
সাঁতার দিতে যাও।

তোর প্রেমের ঘেরে
মাহবুব আলম বুলবুল

তোর কপালে বেশি সুখ
সইবে নারে সইবে না,
বেঈমান রে তোর জীবনে
সু-বাতাস বইবে না।

তোর ভুলের মাশুল একদিন
তোকেই দিতে হবে,
যতদিন বেঁচে থাকবি তুই
সুন্দর এই ভবে।

এতো বড় বড় ভুল তুই
করলি কেমন করে,
আমার চোখে ফাঁকি দিয়ে
বাঁকা পথ ধরে।

মনে রাখিস তোকে আমি
ভুলে গেছি সেইদিন,
আমার সাথে বেঈমানী খেলা
করলি তুই যেইদিন।

তোকে আমি সঠিক ভাবে
চিনতে নাহি পেরে,
পড়ে ছিলাম আবেগে আমি
তোর প্রেমে ঘিরে।

মন থেকে মুছে দিয়ে
আমি তোর নাম,
আগের মত করছি আজও
আমি আমার কাম।

চলে গেলে তুমি
মাহবুব আলম বুলবুল

আমায় কেনো কাঙ্গাল করে
চলে গেলে তুমি,
তোমার জন্য হলো আমার
অন্তর মরুভূমি।

কোন কারণে চলে গেলে
আমায় একা ফেলে,
কয়েক বছর আমার সাথে
প্রেম প্রেম খেলে।

চোখের জলে ভাসি আমি
থাকলে একা ঘরে,
বার বার তোমার কথা
আমার মনে পড়ে।

যাবার আগে একটি কথাও
বলে গেলে না,
একা রেখে আজও তুমি
ফিরে এলে না।

কেমন করে থাকবো বলো
আমি এখন একা,
খুব ইচ্ছে করছে আমার
করতে একবার দেখা।

যেখানে থাকো সেখানে তুমি
শান্তিতে ভালো থেকো,
মনে চাইলে আমার কথা
একটু মনে রেখো।

কবি পরিচিতি

মোঃ আজহারুল ইসলাম (অপূর্ব) জন্ম ৩রা জুলাই ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে লালমনিরহাট জেলার পূর্বকালমাটি গ্রামে। পিতা মোঃ মনছুর আলী ও মাতা মোছাঃ আমিনা বেগমের ৫ সন্তানের মাঝে তিনি হলেন ২য় তম সন্তান। তিনি ২০২২ সালে পূর্বকালমাটি হাই স্কুল থেকে এসএসসি পাশ করেন এবং বর্তমানে সাপ্টিবাড়ি কলেজে এইচএসসি পরিক্ষার্থী হিসেবে অধ্যায়নরত আছেন। তার কবিতা লেখার প্রতি আগ্রহ জন্মায়, ভালোবাসার মানুষ এর স্বরণে, (তার নাম মোছা: সুমাইয়া আক্তার সাফা) তার প্রতি গভীর ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে এই কবিতা লেখা শুরু হয়।

বৃষ্টি ও প্রেম
মোঃ আজহারুল ইসলাম অপূর্ব

মেঘের আচ্ছাদনে,
বৃষ্টি কানে বলে,
প্রেমের নরম স্পর্শে,
আকাশ রাঙিয়ে চলে।
বৃষ্টির পিপাসা মিটিয়ে,
মাটির গন্ধ ভরে,
হৃদয়ের কোণে কোণে,
মুগ্ধতা ঢেলে খেলে।
বৃষ্টির নরম ঝাঁপির,
সঙ্গেই প্রেমের মেলা,
জলরাশি ঝরে ঝরে,
সুখের গান গেয়ে চলে।
মেঘের দোলনায় ভেসে,
প্রেমের স্বপ্ন মেলে,
বৃষ্টির সেই গানে,
মনের আলো ঢেলে।

বিপ্লবী চিত্তে আমি
মোঃ আজহারুল ইসলাম অপূর্ব

আমি রাজা, আমি ঋষি, আমি কবি,
অবিনয়ী, সেবক না, শাসক আমি।
পথের হে বাজি, তুমি হে বিজয়ী,
রূপের রানী, প্রেমের ঝঙ্কার, গর্জন রণহুঙ্কার।
ও গো বিপ্লবী! গর্জে উঠুক চিৎকার,
সৃষ্টির মঞ্চে ভেসে উঠুক শ্লোগান।
দেব-দেবী, ফেরেস্তা, আকাশের মহিমা,
পাহাড়-পর্বত হয়ে, তোমার কাব্যরচনার ভাবনা।
চল, আমার শব্দে প্রবাহিত হোক স্রোত,
পাহাড়ের শীর্ষে বাজুক বিদ্রোহের গীত।
আমি গর্জন, আমি প্রলয়, আমি শঙ্খ,
ঈশ্বরের কল্পনায় বুনে দিয়েছি সংগ্রামের সূচনা।
বিত্তের শৃঙ্খলে নয়, স্বাধীনতার অভিলাষে,
ভেঙে দাও শৃঙ্খল, ওঠাও বিরোধী স্রোত।
আকাশের মুক্তি, চাঁদের রহস্যময় আলো,
জেগে উঠুক আমি, অমর আত্মবিশ্বাসের সওদাগর।
ফেরেস্তার মতো উন্মাদনা, দেবতার মতো দৃষ্টি,
ভক্তির দীপ জ্বালিয়ে, জাগাও অন্তরের তৃষ্ণা।
নন্দনের ফাল্গুনী হাওয়ায় কূজন হোক প্রবাহ,
উত্তাল তরঙ্গের সুরে, বিদ্রোহের ধ্বনি ভাসুক প্রতিরোধে।
বিপ্লবী মনের চেতনায় উঠে আসুক পুঁথি,
হাঁক দাও বুলেটের ঝাঁক, লড়াইয়ের আবাহন।
দেব-দেবী যাদের পূজার মন্ত্র জেনেছি,
আমি মহাকাল, আমি পথের রাজা, সংগ্রামের নিখিল।
শূন্যতা নয়, পূর্ণতার সুরে মাতুক বাণী,
বিশ্বের মঞ্চে তোলাও কণ্ঠ, যুগের হাক ডাক।
সাত আসমানের উঁচু, সাত সমুদ্রের পাড়,
আমি বিপ্লবী, সংগ্রাম আমার পরিধি, আমার পরিচয়।

যৌতুক এর বিষ
মোঃ আজহারুল ইসলাম অপূর্ব

যৌতুকের এই প্রথা হলো,
জ্বলন্ত এক বিষবাষ্প।
নারীর চোখের জলে,
পুরুষের অহঙ্কার।
মা-বাবার হৃদয়,
ভেঙে যায় ক্রমশ।
বিয়ে মানে ভালোবাসা,

টাকায় নয় সব।
মানুষ হতে শিখ,
অর্থে নয় মনে মাঝে।
সুখের আশায় চল,
সেই পথটি হোক সঠিক।
নারীকে সম্মান দাও,
টাকায় নয় লোভ।

মানবতার এই জয়গান,
হলো বেঁচে থাকার সেই মন্ত্র।
শিক্ষার আলো ছড়াও,
বদলাও এই সমাজ ব্যবস্থাকে।

যৌতুক বন্ধ করো,
নতুন যুগ আন এই বাংলায়।
প্রেমে বাঁধো জীবন,
সুখে বাঁচো সবাই।
যৌতুকের এই বেড়া ভাঙ্গো সবাই,
মুক্ত কর মন।

আমি বীর
মোঃ আজহারুল ইসলাম অপূর্ব

আমি বীর,
দেব-দেবীর গুণগানে গাই।
মহাদেবের তাণ্ডবে অন্যায় ভেঙে দাই,
কালীদেবীর তাণ্ডবে সাগরের গভীরে।
অন্যায় শোষণের স্রোত ভাঙে,
প্রেমের দীপ্তি মেলে।
নন্দনের পাহাড়ে অগ্নি সংযোগের বজ্র,
অত্যাচারের বিরুদ্ধে বীরের লড়াইয়ের সুর বজায় রাখি।
ইন্দ্রদেবের বজ্রপাত শোষণের সিংহাসন,
মহাকাশে ফেরেস্তার গর্জনে, সত্যের বাণী শোনায় অনন্ত।
পর্বতের শীর্ষে, গর্জনের তীব্রতা,
বীরের সাহসের ইতিহাস অম্লান হয়ে যায় তপ্ততা।
মহাকালীর রাত্রি কষ্টের আঁধারে,
প্রেমের দীপ্তি উজ্জ্বল বীরের শক্তি প্রকাশে।

আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রে যুদ্ধের প্রমাণ,
পাহাড়ের চূড়ায় তীব্র অগ্নি ইতিহাসের দৃঢ় প্রদর্শন।
ইসরাফিলের ধ্বনি সত্যের পথে সঙ্গী,
বিধাতার কৃপায় বীরের সোনালী পথ যাত্রা।
দেবদেবীর সুরে আজরাইলের বাণী,
অবিচারের তলদেশে প্রেমের মাধুরী শোনায়।
প্রেম ও কষ্টের যাত্রা ইতিহাসে বীর,
সত্যের দীপ্তি ও সাহস চিরকাল অম্লান রূপে বিদ্যমান।
বিধাতার কৃপায় সৃষ্টির ইতিহাস গড়া,
বীরের সাহস ও শক্তি ইতিহাসে চিরকালীন সুরাহা।
মহাকাশের সুরে প্রেমের দীপ্তি ছড়ায়,
বীরের পদচিহ্ন ইতিহাসে অম্লান ও আলো জ্বালায়।

বাল্যবিবাহের ছায়া
মোঃ আজহারুল ইসলাম অপূর্ব

বাল্য বিবাহের ছায়ায়, নিভে গেছে আশার মন্ত্র,
অন্ধকারে মিশেছে স্বপ্ন, ব্যথায় হারায় মানব চেতন।
ছেলের বয়স বড়, মেয়েটি কেবল কিশোরী,
পিতা-মাতার লোভে সাজায় স্বপ্নের কোরি।
যৌন সুখের অভাবে, পরকিয়ার পথে চলে,
মেয়ে চায় মুক্তি, চিৎকারে, কাঁদে হারে, ভোলে।
বিদেশি ছেলে আসে, কিছুদিন সুখের সঙ্গ,
পর্যায়ে সরে যায়, মেয়েটি ফেলে একাকী রঙ্গ।
মেয়েটির কান্নার ধারা, অশ্রু হয়ে ঝরে,
যে স্বপ্ন রঙিন, তা সব শেষ, শুধু দুঃখ বেড়ে।
বিয়ের নামেই ছলনা, অর্থের মোহে বেড়ানো,
তবুও সমাজের দায়িত্ব, চোখে চোখে ভুলে যাওয়া।
পরিবারের গাফিলতি, অন্ধকারে ডুবিয়ে,
পিতার গলার কণ্ঠে, বাজিয়ে টাকা দৌড়ায়।
অতীতের অভিজ্ঞতা, ভবিষ্যতের দিকে চায়,
বয়সের পার্থক্যে, সুখের প্রাপ্তি ফেরায়।
বিয়ের নামে কাহিনী, বিদেশির হাতে হারায়,
মেয়েটির সুখ হারায়, জীবনে দুঃখ বাড়ায়।
বয়সের পরিসীমা, বুঝে নিতে হবে অবশ্য,
নইলে অন্ধকারে হারিয়ে যাবে, ন্যায়ের হাস্য।
যতই দামী পাত্র, যতই সাজানো দাম,
বয়সের ঠিকানা না থাকলে, সব ভেঙে যায়, তাম।
প্রেমের নামে ধর্মের কাজ, বিদেশির সুখের ছল,
মেয়েটির জীবন হয় বঞ্চিত, কাঁদে অবর্ণনীয় ফল।
প্রশ্নের তুলনায়, সমাজে সঠিক দায়িত্ব নেওয়া,
ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে, অভ্যন্তরের পরিপূর্ণতা বোঝা।
বয়সের সমন্বয়, জীবনের সুখের সঠিক রাস্তা,
বাল্যবিবাহের ছায়া কাটিয়ে, আলোয় পথ হাঁটতে থাকবে।

মায়ের কাকতি
মোঃ আজহারুল ইসলাম অপূর্ব

কেউ কি আমার ছেলেকে দেখেছো ?
ছেলেটা তো কোটা আন্দোলনে গিয়েছিল,
এখনো বাড়ি ফিরে আসেনি কেন সে ?
যদি কেউ তাকে দেখো, বলবে,
মা তার জন্য অপেক্ষা করছে।
মা আজও বসে আছে, চোখে জল নিয়ে,
দিনের আলো থেকে রাতের আঁধারে,
বুকের ভিতরে কষ্টের এক সুরে,
শত মায়ের কোল আজ ফাঁকা।
কোটা আন্দোলনের ভয়াবহ দিনের চিত্র,
মায়ের চোখে স্বপ্নগুলো ঝরেছে অশ্রু হয়ে।
অনেকের পুত্র ফিরে আসেনি,
মায়ের বুকের গভীরে অন্ধকার ছড়িয়ে গেছে।
ওই আন্দোলনের যুদ্ধের ধ্বংসস্তুপ,
মায়ের কষ্টের কাহিনী যেনো বারবার।
একটি পুত্রের আশা, সঙ্গী,
হাজার মায়ের বুক খালি হয়ে যায়।
মা বলে, সারা রাত কাঁদবো, কাঁদতে কাঁদতে সকাল হবে,
যতক্ষণ না আমার পুত্র ফিরে আসে।
প্রত্যেক মুহূর্তে, প্রতিটি দিন,
মা কাঁদবে, অপেক্ষায় থাকবে, শূন্যতায় ডুবে।
কোটা আন্দোলনের পর, শত শত কোল হারিয়েছে,
মায়ের বুকের শূন্যতা, অশ্রু হয়ে ঝরছে।
একটি নিখোঁজ পুত্র,
মায়ের হৃদয়ে অন্ধকার রাতের প্রহর নামিয়েছে।
মায়ের কাকতির আর্তনাদ,
যত দিন না ফিরবে পুত্র,
তত দিন মা কাঁদবে, কান্নায় থাকবে,
মায়ের বুকের কষ্টের শেষ নেই কোন শেষ।

কবি পরিচিতি

অপু চক্রবর্তী ১২ এপ্রিল ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ থানার ভাটিরঁগাও গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা- মনিক চক্রবর্তী ও মাতা- ঝর্না চক্রবর্তী। তিন সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার ছোট এবং দুই বোন বড়। তিনি ফরিদগঞ্জ বঙ্গবন্ধু সরকারি কলেজ থেকে ২০২৩ সালে বিএ সম্পূর্ণ করেন। বর্তমানে চাকরির পাশাপাশি (ফরিদগঞ্জ লেখক ফোরাম) একটি সামাজিক, সংস্কৃতিক, সাহিত্যিক, ক্রিয়া, সমাজসেবা মূলক সংগঠনের সাথে জড়িত আছেন। ছোটবেলা থেকে কবিতা ও গল্প লেখার প্রতি ছিল তাঁর প্রবল আগ্রহ।

স্বপ্ন
অপু চক্রবর্তী

স্বপ্ন তুমি জড়িয়ে আছো
আমার এই অন্তরে।
অন্ধকারে আলোর মত
জ্বলে উঠাও মনটারে।

আঁখিতে আমি রাখিনি তো জল
মনে আমার ছিলো বল।
কাজে আমি দিয়েছি ঢল
হেরেছি আমি অনরবল।

ছাড়ি নাইকো আমার মনোবল।
স্বপ্নপূরণে থাকবো আমি অবিচল।
নিদ্রা কালে স্বপ্ন আমায়
ঘুম ভাঙ্গায় নিশি প্রহরে।

প্রহর যেন হয় নাকো শেষ
স্বপ্ন আমার আছে বেশ।
কাটে নাকো মনের রেশ।

নিদ্রাহীন কাটে আমার
হাজার রাত্রি দিন।
স্বপ্ন ছাড়া জীবন যেন
হয়নাকো রঙ্গিন।

না পাওয়া
অপু চক্রবর্তী

পাইলাম না পাইলাম না তোমার ঐ মন।
পাইলে ধন্য হইতো আমার এ মন।
অন্তরে যে করে ব্যথা
আকুল মনে চায়।

সান্ত্বনা আমি দেই কি করে
মন যদি নাহি পায়।
কন্যা তুমি জানিয়ে দেও
তোমার মনেরই ঠিকানা।

খুঁজে নিবো আমি
তোমার মনেরই সেই ঠিকানা।
তোমার মনে আমার যদি একটু জায়গা হয়।
সেই জায়গাতেই বাধিবো আমি
ভালোবাসারই অভয়।

অপেক্ষায় আছে আমার এই মন।
পাইলে ধন্য হবে আমারই মন।

কবি পরিচিতি

দেউরী শ্রী সুশীল দে-এর জন্ম ২রা ফেব্রুয়ারি ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে বরিশাল জেলার উজিরপুরে জামীর বাড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা দেউরী শ্রী শরৎ চন্দ্র দে ও মাতা শ্রীমতি সুমালা রানীর পাঁচ সন্তান। এক বোন ও চার ভাই'দের মধ্যে দ্বিতীয় সন্তান। তিনি ১৯৯৮ সালে হারতা মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পরীক্ষায় ফাস্ট-ডিভিশনে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে পাশ করেন এবং হাবিবপুর সৈয়দ আজিজুল হক ডিগ্রি কলেজে পড়াশোনা করেন। এইচএসসি পরীক্ষার পর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যার কারণে আর পড়াশোনা শেষ করেননি। ছোটবেলা থেকে তিনি গান, কবিতা ও গল্প লিখতে অনেক ভালবাসতেন এবং লেখার প্রতি ছিল তার প্রবল ইচ্ছা ও আগ্রহ।

মহাবীর
দেউরী শ্রী সুশীল দে

জাগো বীর, জাগো বীর
তুমি মহা বীর,
দেখিয়া লও হে
যুদ্ধের ময়দানে-
কাহারা তোমার সম্মুখীন।

সত্য যেই সনাতন
হয় যদি নিরঞ্জন,
তবে কি জ্বলবে
হৃদী মাঝে, জ্ঞানের বাতি ?

ওরা তোমার কেউ নয়
কেউ নয়,
ওরা মিথ্যাবাদী অত্যাচারী।

এই মহা প্রলয়ে;
উদয় পূর্ব গগনে,
তুমি ধরো ধনুক বাণ
নিরস্ত্র বাঙালির যারা
কেড়ে নিয়েছে-
লক্ষ লক্ষ প্রাণ।

ওরা ঘাতক;
ওরা নিষ্ঠুর,
ওরা নির্মম পাষাণ,
ওদের ক্ষমা নাই
ক্ষমা নাই।

ভোরের প্রার্থনা
দেউরী শ্রী সুশীল দে

এখনি পোহালে রাত
হইবে প্রভাত,
সবে মিলে জোড় হাতে
করি মোনাজাত।

রাত গেলো নিদ্রাতে
দিন অবহেলায়,
জীবনের বাকি সময়
কাটে হেলায় হেলায়।

অসৎ সঙ্গে কভু যেন
নাহি চলি আর,
তুমি যেন হও মোর
জীবনে'র সার।

সকল কাজের মাঝে
থাকো প্রভু তুমি,
শত-জন্মে ও তোমায়
না-ভুলি যেন আমি।

আমার এ প্রার্থনা প্রভু
করিও গ্রহণ,
সব ভুল ক্ষমা করো
জানিও মোরে আপন।

ঠেলো-না রাঙা পায়
দিও মোরে ঠাঁই,
জন্মে-জন্মে যেন আমি
তোমারে পাই।

গোধূলি বেলা
দেউরী শ্রী সুশীল দে

পৌঁছে দিও ঐ শিখণ্ডে
যেথায় আঁধার ভুবন,
আর কতকাল অন্ধকারে
কাটবে সাধের জীবন।

পলক হারা দৃষ্টি চোখে
জ্বালাও জ্ঞানের মাতম।
রবির কিরণ আছড়ে পড়বে
আতস বাজির মতন।

ছড়িয়ে পরুক বিশ্ব মাঝে
অজ্ঞান-তিমির নাশ,
রঙ্গশালা জ্ঞানী'র পাঠশালা
কবিদে'র বসবাস।

ইচ্ছা-শক্তি জাগ্রত প্রবলে
হইবে জাতির বিকাশ,
স্বচ্ছ জ্ঞানে আলোর উদয়
ঘটবে মুক্তির প্রকাশ।

শারদের আগমন
দেউরী শ্রী সুশীল দে

নির্মল আকাশ স্বচ্ছ প্রান্তর মলিন মর্মে সিক্ত,
গঙ্গা জলে ময়লা মিশে তবুও গঙ্গা পবিত্র।
কবির প্রাণে জাগে প্রেম ভক্তি, দেশ মাতৃকা,
কবি গাহিবে জয়গান, হৃদয় থাকবে স্বতঃস্ফূর্ত।

কোমল হৃদয় মম বিকশিত করবে'না পাপ স্পর্শ,
মূল আঁধারে শিকড় বহুদূর ঐ যে বটবৃক্ষ।
মাথায় শাখা প্রশাখা নিম্নে শীতল হাওয়া,
ভুলে যাওয়া ক্লান্তি, দৃষ্টিতে পড়ে থাকা দৃশ্য।

নিকট অগোচর নয়ন অবিরাম আগমন বার্তা শ্যামরায়,
হাতে মোহন বাঁশি কালো-শশী মাঠে ধেনু চড়ায়।
শারদে সু-সজ্জিত কাশফুল সখাগণ চারি-পাশে,
আনন্দ উল্লাসে মাতে, মুক্ত নদীর মোহনায়।

খোলা প্রাণের উদার ভালবাসা ক্ষণিকের দেওয়া শান্তি,
আমি হারাব'না তোমার স্মৃতি এই শুভ ক্রান্তি।
গোধূলি বেলায় হয়ে বিভোর প্রেমের আলিঙ্গন,
নিজেরে করি অর্পণ, রাখি কাব্যের পঙক্তি।

স্বর্গ আমার মাতৃভূমি
দেউরী শ্রী সুশীল দে

মানুষের উপর নাই কিছু আর
মানুষ সবার সেরা,
এ জগৎ কল্যাণ করতে পারে
মানুষ মানবতার দ্বারা।

করছে সৃষ্টি বিধি মানুষ জাতি
এই বিশ্বজগৎ মাঝে,
ভেদ অভেদ নাই কিছু তাহাতে,
ভেদাভেদ লোক সমাজে।

হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান জগতে
সবাই মানুষ জাতি,
আকাশ বাতাস জল অগ্নি পাতাল
তোমার আমার বসতি।

কোথাও কারো কোন নেই পার্থক্য
মত-পথ বিবেক জ্ঞান,
কর্ম কারণে পেয়ে থাকে সবাই
স্বর্গ নরক স্থান।

কোথাও খুঁজে স্বর্গ নরক মানুষ
পেয়েছে নাকি তুমি ?
অসৎ কর্ম ত্যাগী মানুষের মাঝে
স্বর্গ হলো মাতৃভূমি।

নর-ও-রুদ্র
দেউরী শ্রী সুশীল দে

ধ্বংস করে দাও পাপের আস্তানা।
মুছে ফেলো গ্লানি সব অহংকার
জ্বলে উঠুক আলো দূর হউক অন্ধকার,
মন থেকে চলে যাক ভ্রান্ত ধারণা।

ওরে অবোধ !
নিজেকে কেন ভাবলে এতো অসহায়।
তোমার মাঝে সপ্তদ্বারে বসে আছে চিত্রগুপ্ত,
পাপ পূর্ণ হিসাব লিখতে জীবন খাতায়।
দাঁড়াও গিয়ে গুরুর সম্মুখে জানাও প্রণাম,
হইবে সুবোধ বালক করো জ্ঞান অর্জন
দূর হবে আঁধার পাবে সত্যের সন্ধান।

করতে শিখাবে তবো অন্যায়ের প্রতিবাদ,
হবে'না দুর্বল বাড়বে মনোবল দেখাবে মুক্তির পথ।
হইবে না ধৈর্যহারা এই সৃষ্টির মাঝে
জীবনে বাঁচতে হবে সংগ্রাম লড়াই করে
আমি দিয়েছি শিরে তোমার আমার আর্শীবাদ।

সুশিক্ষা জাতির গৌরব
দেউরী শ্রী সুশীল দে

কোঠা নয় মেধার প্রকাশ
এ ন্যায্য দাবি তুলে ধরতে অকালে
ঝরে গেল অগণিত প্রাণ
কেমন নীতিমালা বাক-বন্দীর খেলা
লক্ষ-লক্ষ শিক্ষার্থীর বেকার জীবন
মূল্যহীন তাদের কি শিক্ষা অর্জন ?

অন্যায় মানবে না কিছুতে ছাত্র
সত্যের প্রতিবাদে সশস্ত্র কিছু বাহিনী
বুকের উপর চালায় বুলেট,
রাজপথ উত্তপ্ত অগ্নি পিন্ড
অলিতে গলিতে বারুদের গন্ধ কতো
ছাত্রের বুক ঝাঁজরা রক্তাক্ত শিক্ষাঙ্গন।

তবুও রাজপথে ছাত্র সমাজ
কোঠা নয় ন্যায্য দাবির আন্দোলনে অনড়,
দাবি করতে হবে পূরণ,
ছাত্রদের রক্ত বৃথা যাবে না
রক্তের বিনিময়ে আনবে ছিনিয়ে বিজয়,
এই যে তাদের পণ।

সুশিক্ষাই গৌরব মেধা চিরন্তন
আমার ভাইয়ের রক্তের ঋণ কোন দিন
শুধরাবে'না, চিরকাল রবে অম্লান,
শিক্ষার মর্যাদা উচ্চ স্থান
দিতে হবে দেশ জাতির সম্মান
শিক্ষা'ই জগতের কল্যাণ।

আমি দে-শ-কে ভালোবাসি
দেউরী শ্রী সুশীল দে

ওরা কারা চালিয়েছে যাঁরা
ভাইয়েদের বুকে গুলি,
মায়ের কোল করছে খালি
খেলছে রক্ত হোলি।

জেনেছে জাতি বীর বাঙালি
দিতে বুকের রক্ত,
যুদ্ধ করে স্বাধীনতা'র জন্য
দেশ গড়তে মুক্ত।

অন্যায়ে'র কাছে মাথানত
করে না কোন দিন,
সবুজের মাঝে লাল বৃত্ত
শুধরাবে না রক্ত ঋণ।

বায়ান্ন'তে ভাষা-আন্দোলন ও
একাত্তরের স্বাধীনতা,
পেতে চায় জাতি মুক্ত হতে
দূর করতে পরাধীনতা।

বীর বাঙালির লাখো শহীদের
ফোঁটাতে মুখে হাসি
গর্ব মোদের সোনার বাংলা
আমি দেশকে ভালোবাসি।

মৃত্যু এড়ানো যায়'না
দেউরী শ্রী সুশীল দে

এই দুনিয়া কেউ নয়
চির-কাল স্থায়ী,
খালি হাতে বিদায় হবে
রীতি-নীতি অনুযায়ী।

বিশ্ব-লয়ে বিরাট শিশু
করছে মগ্ন লীলা,
সাকার রূপে ভব মাঝে
খেলছে বিশাল খেলা।

ক্ষিতি অপ্ মরুৎ বোমে
ত্যেজও রশ্মি সেজে,
মানুষের দেহে বিরাজ করে
অন্তঃ আত্মার মাঝে।

চুরাশি লক্ষ যোনি ভেদে
হয় দুর্লভ জন্ম,
চিত্র গুপ্ত রাখছে হিসাব
ভাল-মন্দ সকল কর্ম।

সৃষ্টি-ও সত্য মৃত্যু-ও সত্য
কেউ পাবেনা রেহাই,
মহামায়ার প্রকৃতির জগতে
মরবে একদিন সবাই।

আত্মতত্ত্ব শুদ্ধ আত্মা
দেউরী শ্রী সুশীল দে

আমি মুক্ত,
নই কোন বন্ধনে আবদ্ধ!
আমি সুক্ষ্ম,
আমি স্নিগ্ধ;
মুক্ত গগনে উড়ে বেড়াই
ডানা মেলে পাখির মতো।

আমি বসন্ত,
ডালে ডালে আম্র মুকুল!
আমি গন্ধ,
আমি সুগন্ধ;
ঘ্রাণ হয়ে বাতাসে ভাসি
কেড়ে আনি মানুষের অন্তর।

আমি ঝর্ণা,
জলধারা কুল-কুল শব্দ!
আমি উন্মত,
আমার আনন্দ;
বিরহী মনে জাগে ছন্দ
থাকেনা আর কোন দ্বন্দ।

আমি প্রেম,
পবিত্র ছোঁয়ায় মন মুগ্ধ!
আমি নিষ্কাম,
আমি নিস্পাপ;
পারবে না করতে পাপ স্পর্শ
আমি মুক্ত অনবরত।

কবি পরিচিতি

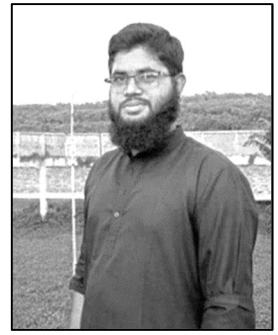

আব্দুর রহিম ৩রা মার্চ ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে টাংগাইল জেলার ঘাটাইল থানার পাঁচটিকড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা- মোঃ খসরু মিয়া ও মাতা- মোছাঃ রহিমা বেগমের তিন সন্তানের মধ্যে তিনি মেজো ও এক মাত্র ছেলে। ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দে আইনুল উলুম হাফিজিয়া বেপারি পাড়া টাংগাইল থেকে হিফজ সমাপনী করেন। ২০১৯ ইং খ্রিষ্টাব্দে এসএসসি পাশ করেন এবং ২০২৪ ইং খ্রিষ্টাব্দে জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম মাদানিয়া আরবী বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রাবাড়ি ঢাকা থেকে দাওরা হাদিস (মাস্টার্স) শেষ করেন। সময় পেলেই তিনি বিভিন্ন কবিতা ও গল্প পড়তেন ও লেখার প্রতি তার অনেক আগ্রহ ছিল।

সময়ের স্রোত
আব্দুর রহিম

সময় এমন এক বহমান নদীর স্রোত,
যেই স্রোত বন্ধ হয় না যতই থাকুক রোদ।
যা বহমান থাকে শীতের কুয়াশামাখা দিনেও,
আবার বর্ষার মেঘলা আচ্ছন্ন আকাশেও।

সময় এমন এক বহমান নদীর স্রোত,
নদীর স্রোত যেমন কারো জন্য একবার অপেক্ষা করে না।
সময়ও তেমন কারো কারো জন্য অপেক্ষা করে না।
নদীর স্রোত যেমন দেয় না মানুষের সঙ্গ,
সময়ও তেমন দেয় না কারো সঙ্গ।

বৃষ্টি ভেজা সকাল
আব্দুর রহিম

বৃষ্টি ভেজা সকাল আমার ভীষণ ভালো লাগে,
টিনের চালে ঝুম বৃষ্টির মৃদু শব্দ ভালো লাগে।
এমন বৃষ্টি ভেজা সকালে আমার ইচ্ছে করে,
আলসেমির চাদর মুড়িয়ে শুয়ে থাকতে নিরবে।

বৃষ্টি ভেজা সকাল আমার ভীষণ ভালো লাগে
মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে চানাচুর আর মুড়ি খেতে,
কিংবা সবাই মিলে আড্ডার আসর বসাতে।
অথবা লুডু খেলতে খেলতে সময়টাকে পার করতে,

বৃষ্টি ভেজা সকাল আমার ভীষণ ভালো লাগে,
বৃষ্টিতে ভিজে ফুটবল খেলা মনে করিয়ে দেয় সেই কৈশোর।
ভিজে ভিজে আম কুড়ানো মনে করিয়ে দেয় সেই শৈশব।
বৃষ্টিভেজা নদীর গরম পানিতে গোসল,
মনে করিয়ে দেয় দুষ্টুমির সময়।

বৃষ্টি ভেজা সকাল আমার ভীষণ ভালো লাগে,
তবে এখনকার শিশুদের নেই শৈশবের আম কুড়ানো,
নেই কৈশোরের ফুটবল খেলা আর
ভিজতে ভিজতে নদীতে গোসল।
সব যেন শেষ করেছে বিধ্বংসী মোবাইল।

তুমি বললে
আব্দুর রহিম

তুমি বললে লিখবো কবিতা, আঁকবো তোমার ছবি।
তুমি ডাকলে আসবো ছুটে তোমার কাছাকাছি।
তুমি বললে আমি বসবো তোমার পাশাপাশি
তুমি বললে তোমায় দেখবো জীবনভর দুটি আঁখিদি।
তুমি বললে ভুলে যাবো, ভুল যত সব তোমার।
তুমি বললে দূর হয়ে যাবে সব অভিমানের পাহাড়,
তুমি বললে আমি হয়ে যাবো, সারাজীবনের জন্য তোমার।
তুমি বললে আমি অপেক্ষা করবো,
আরো কিছু দিন তোমার।
তুমি বললে আনবো কিনে বকুল ফুলের মালা
তুমি বললে জড়িয়ে ধরবো শক্ত করে আবার।
তুমি বললে সারাজীবন রাখবো বুকের বা'পাশে,
তুমি বললে দিবো তোমার চুলে বেনি করে।
তুমি বললে সারাদিন রাত ঘুরবো শহর নগর,
তুমি বললে ঘুরবো দুজন নদ-নদী আর বন্দর।
তুমি বললে কাটিয়ে দিবো একসাথে অনন্ত প্রহর
তুমি বললে চাঁদনি রাতে চাঁদ দেখবো গিয়ে চাঁদের শহর
তুমি বললে তোমায় এই বুকের মাঝে রাখবো, ছেড়ে যাবো না।
তুমি বললে তোমায় নিয়ে স্বপ্নের মত ঘর বাঁধবো, যা ভেঙে যাবে না।
তুমি বললে তোমার হাত শক্ত করে ধরবো কখনো ছুটে যাবে না।
তুমি বললে আমি তোমারই হবো অন্য কারো না।

মৃত মানুষ
আব্দুর রহিম

জীবন্ত লাশ দেখতে,
লাগে মানুষের লাজ।
তাই তো মরে গেলে,
বলে হলো কি সর্বনাশ।

মরা দেখলেই কি আর না
দেখলেই কি বা আসে যায়
জীবন্ত লাশের বদনাম করে,
মরার পর প্রশংসা করে আসমানে তোলে।

মানুষ বড়ই অদ্ভুত,
মরার পর মনে করে ভূত।
জীবিত থাকলে মনে করে তার,
থেকে বড় আর নেই কোন শত্রু।

দূরত্ব
আব্দুর রহিম

চাঁদ তারা দেখতে কত কাছাকাছি,
মানুষ আমাদেরকেও তাই মনে করে
তবে আমি আর তুমি জানি চাঁদ তারার কতটা দূরত্ব।
তাই তাদের কথায় নেই আমাদের কোন গুরুত্ব।

যে জানে চাঁদ তারার যে কতটা দূরত্বের বসবাস,
সে কখনো আমাদের নিয়ে করবে না পরিহাস।
সে কখনো আমাদের নিয়ে তৈরি করবে না মিথ্যার ইতিহাস,
যা নিয়ে পরবর্তীতে বয়ে বেড়াতে হয় কঠিন পরিতাপ ।

তবুও কেন মানুষ স্বাধীন কয়
আব্দুর রহিম

আমার বোধগম্য হয় না, কিভাবে এই দেশকে মানুষ স্বাধীন কয়!
মুখ থাকতে বলার কারো সাধ্য নেই, করে শুধু সব কিছুতেই ভয়।
নেই মোদের বাক স্বাধীনতা, তবুও কেন মানুষ স্বাধীন কয় ?
আমার বোধগম্য হয় না, কিভাবে এই দেশকে মানুষ স্বাধীন কয় !
কলামিস্ট আছে তবে লেখার সাধ্য নেই, লিখতেও করে ভয়।
নেই মোদের মুক্ত লেখার স্বাধীনতা, তবুও কেন মানুষ স্বাধীন কয় ?
আমার বোধগম্য হয় না, কিভাবে এই দেশকে মানুষ স্বাধীন কয়!
বুদ্ধিজীবী আছে তবে স্বাধীন ভাবে বলার সাধ্য নেই, সব কিছুতেই ভয়।
নেই মোদের বুদ্ধি সুপথে চালানোর স্বাধীনতা,
তবুও কেন মানুষ স্বাধীন কয় ?
আমার বোধগম্য হয় না, কিভাবে এই দেশকে মানুষ স্বাধীন কয় !
কান আছে তবে শ্রবণ স্বাধীনতা নেই, সত্য শুনতেও করে ভয়।
কারণ সত্য শুনে, মোদের নেই সত্য বলবার স্বাধীনতা,
তবুও কেন মানুষ স্বাধীন কয় ?
আমার বোধগম্য হয় না, কিভাবে এই দেশকে মানুষ স্বাধীন কয় !
চোখ আছে তবে দৃষ্টি স্বাধীনতা নেই, সব দেখতেও করে ভয়।
কারণ সত্য দেখে মোদের নেই সাক্ষী দেওয়ার স্বাধীনতা,
তবুও কেন মানুষ স্বাধীন কয় ?
আমার বোধগম্য হয় না, কিভাবে এই দেশকে মানুষ স্বাধীন কয় !
এই দেশেতে দাঁড়ি রাখতেও করে অনেক ভয়।
কারণ দাঁড়ি দেখলেই ওরা জঙ্গি মোদের কয়,
তবুও কেন মানুষ স্বাধীন কয় ?
আমার বোধগম্য হয় না, কিভাবে এই দেশকে মানুষ স্বাধীন কয় !
স্বাধীনতার নামে এ কেমন পরাধীনতা ক্ষমতার বলে এ কেমন গণহত্যা,
তবুও কেন মানুষ বলে আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা।

তোমাকে নিয়ে
আব্দুর রহিম

তোমাকে নিয়েই তো
সব ভাবনার উদ্রেক।
তোমাকে নিয়েই তো
স্বপ্ন দেখা দিন রাত।

তোমাকে নিয়েই তো
কল্পনার নদীর তীরে।
তোমাকে নিয়েই তো
ঘুরে বেড়ায় মন মাঝি।

তোমাকে নিয়েই তো
উতলা থাকে মন।
তোমাকে নিয়েই তো
ব্যস্ততার সব কারণ।

তোমাকে নিয়েই তো
কাল্পনিক শহরের সফর।
তোমাকে নিয়েই তো
আমার শহর আলোকিত।

তোমাকে নিয়েই তো
করতে চাই জীবন আলোকিত।

মরীচিকা মায়া
আব্দুর রহিম

কিছু সময় এমন যা দ্রুত চলে যায়,
ভরা নদীর স্রোতের মতো।
কিছু মুহূর্ত এমন ভাবে বিলীন হয়,
নদীর ঢেউয়ের মতো।

কিছু মানুষ এমন ভাবে মন কেড়ে নেয়,
যেভাবে নদী তার আশেপাশের ঘরবাড়ি কেড়ে নেয়।
কিছু বন্ধুবান্ধবকে এমন ভাবে মনে হয়,
যেন সুন্দর স্বপ্ন ছিল।

কিছু মানুষ এমন ভাবে জড়িয়ে পড়ে জীবনের সাথে,
যেন পূর্ব পরিচিত।
কিছু স্বপ্ন এমন সুন্দর দেখতে,
যেন স্বপ্ন নয় বাস্তব।

আসলে সব মরীচিকার ন্যায়,
সব যেন ধোঁয়াশা।
তাই প্রভুর প্রার্থনাই সঠিক,
যা চরম সত্য।

নোংরা রাজনীতি
আব্দুর রহিম

রাজনীতি মানে রাজার নীতি
নয়তো রক্ত দিয়ে হলি খেলা
বন্ধ করো নোংরা রাজনীতি
বাদ দাও রক্ত নিয়ে ছেলে খেলা

করতে যদি নাই বা পারো
জন মানবের সেবা
বিরুদ্ধে কথা বললেই যদি করো
তাকে চিরতরে বোবা
এটা নয়তো কোন রাজনীতি
ক্ষমতার লোভে করো তুমি জঘন্যতম ভন্ডামি

ভোটের আগে হয়ে যাও তুমি রাবেয়া বসরী
হজ্জ যাত্রাতেও দেখা যায় তোমায় প্রথমসারি
ভোটের পর হয়ে যাও তুমি
শয়তানের নানী
পূজার মন্ডপেও দেখা যায় তোমায়
যেন এক পুরানো পূজারী।

ভালোবাসার বর্ণ
আব্দুর রহিম

ভালোবাসা কি অদ্ভুত তাই না !
ভালোবেসেও চুপচাপ থাকা যায় তাইনা।
থাকা যায় মনের বিপরীতে গিয়েও নিরব।
কথা না বলেও কাউকে তীব্র কষ্ট দেওয়া যায়।
দেওয়া যায় ভীষণ যন্ত্রণা।

ভালোবাসার বহুরূপ অনেক রং,
হয়তো সব রং সম্পর্কে জানা নাই।
তাই তো বুঝাতে পারিনি যতটা ভালোবাসি ততটা।
প্রকাশ করার তেমন নেই কোনো ভাষা।
খুঁজে পাইনি কোন বর্ণ,
যা দিয়ে বুঝাবো আমি তোমারই জন্য।

আস্থা রাখুন, পাশে থাকুন
ইচ্ছাশক্তি প্রকাশনী

বই প্রকাশ শুধু মাত্র বই মেলার জন্য নয়। বই প্রকাশ হবে
সারা বছর ঘরে বসে ঝামেলাহীন।
একক কিংবা যৌথ সাহিত্যিক কিংবা একাডেমিক বই এর
পাণ্ডুলিপি নিয়ে আজই যোগাযোগ করুন।

ইচ্ছাশক্তি প্রকাশনী

ফকির বাড়ি মোড়, ডুয়েট, গাজীপুর।
মোবাইলঃ ০১৭৫৫-২৭৪৬১৪. ০১৯৭৫-২৭৪৬১৪